
কথামালার
গল্প

কথামালার গল্প



অশোককুমার

ওরিয়েন্ট
বুক কোম্পানি

INTERNATIONAL YEAR OF THE CHILD

FOR 8 TO 10 YEARS CHILD

KATHA MALAR GALPA

BY

ASOKE KUMAR

Illustrated by

SAMAR DE

Intended for Class IV or V

Price : Rs. Seven Only

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে
উপহার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

'কথামালা' অবলম্বনে

৮ হইতে ১০ বছর বয়সের শিশুদের জন্য

কথামালার গল্প

অশোককুমার

অলংকরণ

শিল্পী শ্রীসমর দে

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education.
Vide Notification No. TB/74/VI/SRB/27 dated 24.11.75.

স্কুল-পাঠ্য সংস্করণ : ১৯৮৭

চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য

দাম : সাত টাকা মাত্র

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, সি-২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীকালীচরণ পাল কর্তৃক নবজীবন প্রেস ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র





খোশামোদে ভুলো না

একদিন একটা খেঁকশিয়াল দূর থেকে দেখল—গাছের ডালে একটা কাক নিশ্চিন্তমনে বসে আছে। তার ঠোঁটে এক টুকরো খাবার। কাকের মুখে খাবারের টুকরোটা দেখে খেঁকশিয়ালটার ভারী লোভ হলো। সে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল।

গাছের তলায় এসে কাকের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, "আহা! গাছের ডালে বসে তুমি কি পাখি গো? এমন সুন্দর পাখি তো কখনো দেখিনি! আহা! কী কাজল-কালো রং। কী উজ্জ্বল চোখ! কী নরম ডানা! সমস্ত শরীরটা একেবারে নিখুঁত।"

কাক এই সমস্ত কথা শুনে খুব খুশী হলো। কিন্তু সে তাতে একটুও উত্তর দিল না। সে খাবারের টুকরোটাকে ঠোঁট দিয়ে খুব ভালো করে চেপে ধরে রাখল, যাতে না পড়ে যায়।

কিন্তু খেঁকশিয়াল তবুও ছাড়ল না। সে আবার আরম্ভ করলে,

"আহা! কী দুঃখের বিষয়! এমন সুন্দর পাখি একেবারে বোবা! এ পাখি যদি গান গাইতে পারত, তা হলে কী আনন্দই না হ'ত!"

এর পর কাক আর স্থির থাকতে পারল না। বেচারা খেঁকশিয়ালের এইসব মন-ভোলানো কথা শুনে যেমনই 'কা কা' করে গাইতে চেষ্টা করল, অমনি মুখের খাবারটা টুপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল!

খেঁকশিয়াল তো তা-ই চায়! সে খাবারটি মুখে তুলেই দিলে দৌড়! বোকা কাক দেখতে পেল, খেঁকশিয়াল যাবার সময় তার দিকে তাকিয়ে মুচ্কি হাসছে।

কাকের যদি একটুও বুদ্ধি থাকত তাহলে বুঝত এ হাসির অর্থ কী!

প'ড়ে বল ঃ

১। একদিন একটা খেঁকশিয়াল দূর থেকে কি দেখল?
২। তা দেখে খেঁকশিয়ালের মনের ভাব কি হ'ল? সে কি ফন্দি আঁটল?
৩। কাকের দিকে তাকিয়ে খেঁকশিয়াল কি বলতে লাগল? সে কথাগুলো কি সত্যি?
৪। তা শুনে কাকের মনের ভাব কি হ'ল? তখন সে কি করল?
৫। তখন খেঁকশিয়াল তাকে কি বলল? তখন কাকের মনের ভাব কি হ'ল? সে কি করল? তার ফল কি হ'ল?
৬। খেঁকশিয়াল তখন কি করল? সে কাকের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল কেন?





জবরদস্তির পরাজয়

পবন আর সূর্য দুই বন্ধু। কথায় কথায় তাদের একদিন ঝগড়া বেধে গেল।

পবন বললে, "দেখ সূর্য, তোমার চেয়ে আমার শক্তি বেশী।"

সূর্য বললে, "মোটেই না, তোমার চেয়ে আমার শক্তি অনেক অনেক বেশী।"

এই নিয়ে অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু তাদের ঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না। কেউ হার মানতে চায় না।

পরদিন সকালে পবন দেখলে—একজন লোক গায়ে শালমুড়ি দিয়ে পথে চলেছে। লোকটিকে দেখে পবন সূর্যকে বললে, "আচ্ছা! এই লোকটির উপর দিয়েই আমাদের শক্তির পরীক্ষা হোক। যে ওর শালটা ওর গা থেকে খোলাতে পারবে, সে-ই হলো বেশী বলবান।"

সূর্য রাজী হলো। সে বললে, "বেশ তো! আমার কোন আপত্তি নেই। তুমিই আগে পরীক্ষা করে দেখ।"

পবন তখন পরীক্ষা শুরু করল। প্রথমে সে আস্তে আস্তে বইতে লাগল। লোকটির তাতে যেন একটু আরাম হলো।

ক্রমে সে জোরে বইতে লাগলো। লোকটি শাল খুললো না। বরং গায়ে জড়িয়ে নিলো।

শেষে পবন ঝড়ের মতো জোরে বইতে শুরু করল। লোকটি এবার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে শালটা আরো ভাল করে জড়িয়ে নিলো। পবনও ছাড়বার পাত্র নয়। কারণ, তাকে জিততেই হবে। কিন্তু পবনের বেগ যত বাড়ে, লোকটি গায়ের শালখানি ততই শক্ত করে জড়ায়।

সূর্য এই ব্যাপার দেখে হো হো করে হাসতে লাগল। পবনের ততক্ষণে দম ফুরিয়ে গেছে, সে আর পারে না। সে একটু বিরক্ত হয়ে সূর্যকে বললে "তোমারও ঠিক ওই অবস্থাই হবে।"

তখন সূর্যের পালা আরম্ভ হলো। সে খুব ধীরে ধীরে কাজ শুরু করল। ঝড় থেমে যাবার পর পথিক আকাশে সূর্য দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! ঠাণ্ডার পর গরম বেশ ভালো লাগল।

কিন্তু সূর্যের তেজ ক্রমেই বেড়ে চলল। শেষে রোদের তাপ অসহনীয় হয়ে উঠল। তখন পথিক তার গায়ের শালখানি খুলে রেখে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করবার জন্য বসে পড়ল।

কাজেই জয় হলো সূর্যেরই। জোর-জবরদস্তির চেয়ে সদয় ব্যবহারেই ফল পাওয়া যায় সহজে।

প'ড়ে বল :

১। পবন কে? পবন ও সূর্যের মধ্যে কিরকম সম্বন্ধ ছিল?

২। তাদের মধ্যে একদিন ঝগড়া বাধল কেন?

৩। পরদিন পবন কি দেখল? সে তার শক্তিপরীক্ষার জন্যে সূর্যকে কি বলল?

৪। পবন কিভাবে তার শক্তি প্রকাশ করল? তার ফল কি হ'ল?

৫। সূর্য কিভাবে শক্তি প্রকাশ করল? শেষে পথিক কি করল? এতে কি প্রমাণিত হ'ল?

৬। কে জবরদস্তি করেছিল? কে সদয় ব্যবহার করেছিল?



ঋণশোধ

সেদিন সারাদিন ঘুরে ঘুরে পরিশ্রম করেও সিংহের আহার জুটল না। সে মনের দুঃখে তার গুহায় ফিরে এল। খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

সে কী ভীষণ ঘুম, সহজে ভাঙবার নয়। কিন্তু কোত্থেকে একটা ইঁদুর ছুটতে ছুটতে এসে সেই গুহায় ঢুকে পড়ল। কিন্তু পড়বি তো পড়্, পড়ল সিংহের গায়ের উপর। একে তো খিদেয় সিংহের পেট চোঁ চোঁ করছিল, তাতে গেল ঘুম ভেঙে—তায় কাঁচা ঘুম। কাজেই তার হলো ভয়ানক রাগ।

চোখ খুলতেই সে দেখল—একটা ইঁদুর। ইঁদুরটাকে মারবার জন্যে যেই সে থাবা তুলেছে, অমনি ইঁদুরটা বলে উঠল, "আমি একটা সামান্য জীব। ছুটে পালাতে গিয়ে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করে ফেলেছি! আপনি এবারের মত মাফ করুন। দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।"

ইঁদুরের কথা শুনে সিংহের দয়া হলো। সে তাকে ছেড়ে দিল। ইঁদুর বললে, "আপনার এ দয়ার কথা আমি ভুলব না। একদিন না একদিন আপনার এই উপকারের ঋণ শোধ করব।"

সিংহ মনে মনে একটু হাসল। এই একটা তুচ্ছ ইঁদুর, সে তার কি উপকার করবে? সিংহ ইঁদুরের কথার কোন জবাব দিল না।

এর পর কয়েক দিন কেটে গেছে। সিংহ একদিন আহারের সন্ধানে গিয়ে পড়ল এক শিকারীর জালে। অনেক টানাটানি করল, কিন্তু শক্ত জাল সে ছিঁড়তে পারল না। দুঃখে সে গগনভেদী চিৎকার করতে লাগল।

ইঁদুর দূর থেকে সেই ডাক শুনতে পেল। সে বুঝল যে, এ নিশ্চয়ই সেই সিংহের ডাক। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল সেই দিকে। সিংহের কাছে এসে দেখে, সিংহ জালের মধ্যে আটক পড়ে আছে। ইঁদুর তাড়াতাড়ি তার ধারালো দাঁত দিয়ে জালটা কেটে ফেলল।

ইঁদুরের মত তুচ্ছ প্রাণীর হাতে সিংহের মত প্রকান্ড পশুও প্রাণ পেল।

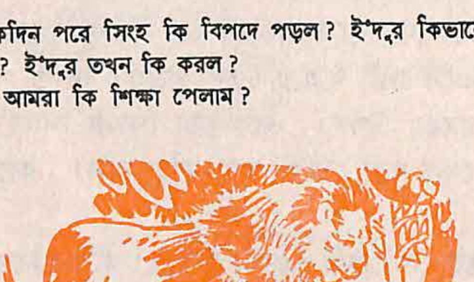
পড়ে বল :

১। সিংহ কেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল? সিংহের কাঁচা ঘুম কিভাবে ভেঙে গিয়েছিল?

২। সিংহ ইঁদুরটাকে মেরে ফেলতে গেলে ইঁদুর কি বলল? সিংহ কি করল? সিংহ মৃদু হাসল কেন?

৩। এর কয়েকদিন পরে সিংহ কি বিপদে পড়ল? ইঁদুর কিভাবে সিংহের বিপদের কথা জানতে পারল? ইঁদুর তখন কি করল?

৪। এ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম?





খরগোস আর কচ্ছপ দুই বন্ধু। দু'জনে মিলে গল্প করতে করতে একদিন মাঠের দিকে চলেছে। খরগোস একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে, তাই মাঝে মাঝে সে একটু এগিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কচ্ছপ এসে যায়, তখন আবার দু'জনে চলতে থাকে।

খরগোস তাই দেখে মনে মনে ভাবলে,—কচ্ছপের সঙ্গে যদি দৌড়ের বাজি ধরা যায়, তা হলে ভারী মজা হবে। ও তো আস্তে আস্তে গুটি গুটি চলবে ; আর আমি একছুটে একেবারে এক ক্রোশ!

এই ভেবে সে কচ্ছপকে বললে, "এস ভাই, আমরা বাজি ধরে দৌড়ের খেলা খেলি। মাঠের উপরে যে বটগাছটা আছে, ঐ পর্যন্ত যেতে হবে। যে আগে পৌঁছবে তারই হবে জিত।"

কচ্ছপ বললে, "বেশ।"

এই বলে দু'জনে একসঙ্গে রওনা হল। খরগোস একছুটে অনেক-

খানি এগিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে সে একটা ঢিপির কাছে এসে পৌঁছল। পেছনে তাকিয়ে দেখলে—কচ্ছপ তখনও অনেক দূরে পড়ে আছে। তখন সে ভাবলে—ও আসুক, ততক্ষণ আমি একটু জিরিয়ে নেই।

এই ভেবে খরগোস বিশ্রাম করবার জন্য ঢিপির আড়ালে শুয়ে পড়ল। এতখানি পথ তাড়াতাড়ি আসায় সে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম এসে গেল।

কিছুক্ষণ পরে খরগোসের যখন ঘুম ভাঙল, সে তখন ঢিপির উপর উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু কোথাও কচ্ছপকে দেখতে পেল না!

কোথায় গেল কচ্ছপ! এগিয়ে গেল নাকি?

তখন সে তাড়াতাড়ি আবার দৌড়তে লাগল। গাছতলায় পৌঁছে দেখলে—কচ্ছপ তার অনেক আগেই সেখানে এসে গেছে।

ধীর ও শান্তরাই শেষে জয়ী হয়।

প'ড়ে বল ঃ

১। কচ্ছপ ও খরগোস হাঁটবার সময়ে মাঝে মাঝে খরগোসকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল কেন? তা দেখে খরগোস কি ভাবল? তারপর সে কচ্ছপকে কি বলল?

২। কচ্ছপ ও খরগোসের দৌড়ে প্রথম খরগোস কি করল? তখন সে কি ভাবল?

৩। কিছুক্ষণ পরে খরগোসের যখন ঘুম ভাঙল, তখন খরগোস কি করল? সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কি দেখল?

৪। বাজিতে কে জিতল? জিতবার কারণ কি?





বুদ্ধিমান কাক

প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ গাছ। তার এক ডালে থাকত এক কাক।

একদিন রোদে ঘুরে ঘুরে তার ভারী পিপাসা পেল। সে অনেক ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু কাছে কোথাও জলের খোঁজ পেল না।

জলের সন্ধানে কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে উড়তে উড়তে দূরে সে একটা কলসী দেখতে পেল। সে একেবারে সোজা উড়ে গিয়ে বসল কলসীর ওপর। জল খাওয়ার জন্যে সে তাড়াতাড়ি কলসীর মধ্যে তার মুখ ঢুকিয়ে দিল ; কিন্তু জল কলসীর এত নীচে ছিল যে, তার ঠোঁট সেখান পর্যন্ত পৌঁছল না। কলসীটা নাড়ানাড়ি করে সে উল্টোবার চেষ্টা করল ; কিন্তু সেটা এত ভারী যে, সে কিছুতেই নাড়াতে পারল না।

কাকের আর দুঃখের সীমা রইল না। এত কষ্ট করে যদি বা জলের সন্ধান পাওয়া গেল, তা-ও সে খেতে পেল না! বেচারা একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল।

কাক কলসীটার চারদিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকাতে লাগল, যদি কোন উপায় বের করতে পারে! দূরে কতকগুলো পাথরের নুড়ি পড়েছিল। তা দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

সে তার ঠোঁট দিয়ে কলসীর মধ্যে একটা একটা করে নুড়ি ফেলতে লাগল। অনেকগুলো নুড়ি ফেলার পর সে দেখল—তলার জল প্রায় কলসীর মুখের কাছে এসে গেছে।

তখন তার আর জল খাওয়ার কোন অসুবিধা হলো না। কাক মনের আনন্দে জল খেয়ে বাসায় উড়ে গেল।

বুদ্ধি থাকলে অভাব থাকে না।

প'ড়ে বল ঃ

১। কাক কোথায় থাকত? একদিন তার খুব পিপাসা পেল কেন? সে কি কাছে কোথাও জলের খোঁজ পেল?

২। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক উড়বার পর সে কি দেখতে পেল? তখন সে কি করল? কিন্তু জল খেতে পারল না কেন? তখন তার মনের অবস্থা কি হ'ল?

৩। তখন তার মাথায় কি বুদ্ধি এল? ঐ বুদ্ধি অনুসারে কাজ করায় কি ঘটল? এখন তার জল খেতে অসুবিধা হ'ল কি?

৪। এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম?





এক বনে এক বলবান সিংহ বাস করত। সে প্রায়ই একটা করে ছোট জন্তু মেরে নিজের আহারের সংস্থান করত। ফলে বনের অন্য জন্তুরা ভয়ে তার সামনে আসতে সাহস পেত না। সিংহ এতে ভারী মুশকিলে পড়ল। আহার জুটছে না দেখে সে মনের দুঃখে অন্য বনে চলে গেল।

সেখানে গিয়েও তার বিশেষ কিছু সুবিধা হলো না। এক সন্ধ্যে আহার জোটে তো চার সন্ধ্যে আর কিছুই জোটে না। এইভাবে কোন রকমে সিংহের দিন কাটতে লাগল।

সিংহের শরীর এতে একেবারে ভেঙে গেল। সে স্থির করল, শেষ জীবনটা সে তার বন্ধুদের কাছে কাটাবে। এই মনে করে সে আবার তার আগেকার বনে ফিরে এল।

সিংহ ফিরে এল বটে, কিন্তু কারও সঙ্গে তার দেখা হলো না।

একদিন সিংহ মনের দুঃখে বনের একধারে বসে আছে, এমন সময় সে

দেখলে যে, দূরে একটা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। তার ভয়ানক লোভ হলো। কি করে ঘোড়াটাকে খাওয়া যায়, তাই ভাবতে লাগল। শেষে সে একটা ফন্দি আঁটল।

পরদিন সে এই বলে প্রচার করতে লাগল, ''বন্ধুগণ, আমি অনেক দিন বিদেশে ছিলাম। সেখানে খুব ভালভাবে ডাক্তারি শিখে এসেছি। কত জন্তু সেখানে আমার চিকিৎসায় নীরোগ হয়েছে। শেষ জীবনে নিজের দেশের উপকার করব বলে এখানে ফিরে এসেছি। যার যে-কোন রকমের অসুখ হোক না কেন, আমি তা ভাল করে দেব।''

প্রথমে কেউ সিংহের কাছে যেতে সাহস করত না। কিন্তু ক্রমে সবাই যেতে আরম্ভ করল।

সিংহ চিকিৎসার ভান করে সকলের রোগের কথা শুনে নানারকমের শিকড়-বাকড় দিতে লাগল।

ঘোড়াটা কিন্তু সিংহের মতলব বুঝতে পারল। সে একটা মতলব এঁটে সিংহের কাছে যাবে স্থির করল।

একদিন সকালে সিংহ বসে বসে ভাবছে—সবাই এল, কিন্তু ঘোড়া তো আসছে না। ঠিক সেই সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘোড়া সেখানে এসে হাজির হলো। ঘোড়াটাকে দেখে সিংহ মনে মনে খুব খুশী।

সিংহ ঘোড়াকে জিজ্ঞেস করলে, ''কি বন্ধু, তোমার আবার কি হলো ?''

ঘোড়া বললে, ''কাল মাঠে চরতে চরতে পেছনের বাঁ পায়ে একটা কাঁটা ফুটে ভয়ানক ব্যথা হয়েছে। কাঁটাটা বের করে দাও, নইলে ভাল চলতে পারছি না।''

এই বলে কাঁটা দেখানোর জন্যে ঘোড়া চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, আর আড়চোখে সিংহের দিকে তাকিয়ে রইল।

সিংহ এসে ঘোড়ার পেছনের ডান দিকের পা তার কাঁধের কাছে রেখে বাঁ থাবা দিয়ে ঘোড়ার বাঁ পা চেপে ধরলে। তার পর কাঁটা তোলার ভান করে

যেই ঘোড়ার পায়ের তলায় তার নখ ঢোকাতে যাবে, অমনি ঘোড়া তার পা দিয়ে সিংহের মুখে ভীষণ জোরে মারল এক লাথি। লাথির চোটে সিংহ মাথা ঘুরে সেই যে পড়ল, আর উঠল না।

প'ড়ে বল ঃ

১। সিংহ কিভাবে তার খাবার জোটাত? শেষে তার খাবার জুটল না কেন? সে তখন কি করল? অন্য বনেও তার অবস্থা কেমন হ'ল?

২। সিংহ আবার আগের বনে ফিরে এল কেন? সেখানে সে মনের দুঃখে বসে রইল কেন? একটা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াকে দেখে তার মনের ভাব কেমন হ'ল? সে ফন্দি এ'টে কি কথা প্রচার করল?

৩। ঘোড়া কি সিংহের মতলব বুঝতে পেরেছিল? সে কি ঠিক করল? সিংহ ঘোড়াকে কি জিজ্ঞাসা করল? ঘোড়া কি জবাব দিল? তারপর ঘোড়া কি করল? সিংহ কি করল? ঘোড়া সিংহকে কিভাবে মারল?





কাঠুরে ও জলদেবতা

একবার এক কাঠুরে নদীর ধারে একটা গাছ কাটছিল। গাছটা ছিল খুব বড়, তাই তাকে বেশ জোরে ঘা মারতে হচ্ছিল। কয়েকবার এইভাবে জোরে ঘা মারবার পর হঠাৎ কুড়ুলখানা তার হাত ফসকে নদীর জলে পড়ে গেল। সে জলে নেমে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কুড়ুল পাওয়া গেল না।

কাঠুরে বেচারা বড় গরীব। কুড়ুলটি হারিয়ে যাওয়ায় সে ভারী বিপদে পড়ল। নদীর ধারে বসে বসে সে কাঁদতে লাগল।

কাঠুরের কাছে কুড়ুল কেনার মত আর পয়সা ছিল না। ওই কুড়ুলটিই ছিল তার একমাত্র সম্বল। সে কাঠ কেটে বেচলে তবেই তার বউ আর ছোট ছেলেমেয়ে সেই পয়সায় খেতে পাবে। কিন্তু তার সেই সম্বলটুকুও গেল।

জলদেবতা কাঠুরের কান্না শুনলেন। তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্যে জল থেকে উঠে এলেন। তিনি কাঠুরেকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

কাঠুরে তখন তাঁকে সমস্ত কথা বলল।

জলদেবতা জলে ডুব দিলেন। হাতে একটি সোনার কুড়ুল নিয়ে আবার উঠে এলেন। কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘এই কুড়ুলটি তোমার?’’

কাঠুরে বলল, ‘‘না।’’

জলদেবতা আবার জলে ডুব দিলেন। এবার হাতে একটি রুপোর কুড়ুল নিয়ে উঠলেন।

কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘এইটি কি তোমার কুড়ুল?’’

কাঠুরে এবারও বলল, ‘‘না।”

জলদেবতা আবার ডুব দিলেন। এবার তিনি সেই লোহার কুড়ুল নিয়ে উঠলেন।

জলদেবতা জিজ্ঞেস করার আগেই কাঠুরে বলে উঠল, ‘‘হাঁ ঠাকুর, এইটেই আমার কুড়ুল। আপনি যদি দয়া করে ওইটি আমাকে দেন, তবে আমি চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকব।’’

জলদেবতা কাঠুরের সত্যি কথা শুনে তার ওপর খুশী হলেন। তিনি কাঠুরেকে তার নিজের কুড়ুলটি তো দিলেনই, তার উপর সোনার আর রুপোর কুড়ুল দুটিও দিলেন।

কাঠুরে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরল। সে তার সৌভাগ্যের কথা পাড়া-পড়শিদের কাছেও বলল।

ওদের মধ্যে একজন লোভ সামলাতে পারল না। সে কাউকে না জানিয়ে একদিন চুপি চুপি নদীর ধারে গিয়ে গাছ কাটতে লাগল। দু'তিন ঘা দেওয়ার পর কুড়ুলটি নিজেই সে নদীর জলে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল।

জলদেবতা তার কান্না শুনে তীরে উঠে কাঠুরেকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

কাঠুরে জলদেবতাকে তার কুড়ুল হারানোর কথা বলল। সে যে ইচ্ছে করে ফেলেছে, সে কথাটা গোপন রাখল।

জলদেবতা জলে ডুব দিলেন এবং হাতে একটি সোনার কুড়ুল নিয়ে উঠে এলেন।

জলদেবতা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই, কাঠুরে বলে উঠল, "হাঁ, হাঁ, এটি আমারই কুড়ুল, আমাকে ওটা দিন।"

কাঠুরের মিথ্যে কথা জলদেবতা বুঝতে পারলেন। তিনি তাকে কিছুই না দিয়ে জলে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না।

লোভী কাঠুরে বড়ই জব্দ হলো। সোনা বা রূপোর কুড়ুল তো পেলই না, লাভের মধ্যে তার নিজের লোহার কুড়ুলটিও গেল।

প'ড়ে বল ঃ

১। কাঠুরে কোথায় গাছ কাটছিল? হঠাৎ তার কুড়ুলটা জলে পড়ে গেল কেন? সে কুড়ুলটা খুঁজে পেল কি?

২। কাঠুরে নদীর ধারে বসে কাঁদতে লাগল কেন? জলদেবতা কাঠুরেকে কি জিজ্ঞাসা করলেন? কাঠুরে তাঁকে কি বলল?

৩। তখন জলদেবতা কি করলেন? তিনি কাঠুরেকে কি জিজ্ঞাসা করলেন? কাঠুরে কি জবাব দিল? জলদেবতা তখন কি করলেন? জলদেবতার প্রশ্নে কাঠুরে কি জবাব দিল?

৪। এবার জলদেবতা কি করলেন? তাঁর প্রশ্নে কাঠুরে কি জবাব দিল? জলদেবতা কাঠুরের কথায় খুশি হলেন কেন? তিনি খুশি হয়ে কি করলেন?

৫। কাঠুরে তার এই সৌভাগ্যের কথা কাদের কাছে বলল? তাদের মধ্যে একজন কি করল? তার কান্না শুনে জলদেবতা তাকে কি জিজ্ঞাসা করলেন? কাঠুরে কি জবাব দিল?

৬। জলদেবতা তখন কি করলেন? কাঠুরে কি বলল? কাঠুরে মিছে কথা বলছে জেনে জলদেবতা কি করলেন?

৭। লোভী কাঠুরে কিভাবে জব্দ হ'ল?





ছোট মাছ

একটি লোক ছিপ নিয়ে পুকুরে মাছ ধরতে বসেছে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধ্যে হতে চলল, তবু একটা মাছও তার ছিপে ঠেকল না।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এল। লোকটি উঠে যাবে যাবে করছে, হঠাৎ ছিপের চুঁঙটা একবার নড়ে উঠল। খানিকক্ষণ তাক্ করে থেকে সে মারল এক টান। অমনি একটা ছোট্ট মাছ উঠে এল। মাছটা প্রায় তার বুড়ো আঙুলের সমান হবে।

বঁড়শি থেকে যেই সে মাছ খুলেছে অমনি মাছটা বলে উঠল, ''আমি এত ছোট যে আমাকে নিয়ে তোমার কোন কাজ হবে না। এখন আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যখন বড় হব তখন বরং আমাকে ধরো।"

লোকটি মাছের কথা শুনে হেসে বলল, "তুমি ছোট বটে, কিন্তু

তোমাকে এখন ছেড়ে দিলে পরে যদি আমার বঁড়শিতে আর অন্য মাছ না লাগে! দরকার নেই আমার অনিশ্চিত বড় মাছে। তার চেয়ে নিশ্চিত ছোট মাছও অনেক ভাল।”

প’ড়ে বল ঃ

১। সারাদিন ছিপ ফেলে অবশেষে সন্ধ্যাবেলা লোকটা কি মাছ ধরল?
২। তখন ছোট মাছ লোকটাকে কি বলল?
৩। লোকটা তখন তাকে কি বলল? লোকটা মাছটাকে ছেড়ে দিল কি?





ছোট একটা নদী। তার তীরে ছিল একটা মস্ত গাছ। গাছটা ছিল অনেক দিনের পুরোনো, ডালপালাও তার কম ছিল না। কত ঝড়-ঝাপটা হয়ে গেল, কিন্তু ওই বড় গাছটার কোন ক্ষতি হয়নি। এমন কি তার একটা ডাল পর্যন্ত ভাঙেনি।

ওই গাছটার কয়েক হাত দূরে একেবারে নদীর ধারে ছিল কতকগুলো শরগাছ। শরগাছগুলো ছিল খুব নরম। একটু জোরে বাতাস বইলেই ওরা আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, প্রায়ই নুয়ে পড়ে।

একদিন কথায় কথায় বড় গাছটা ছোট শরগাছগুলোকে বললে, "আমি কত শক্ত! আর আমার গায়ে কত জোর! যত ঝড়ই আমার উপর দিয়ে বয়ে যাক না কেন, আমি সব সময়ই সোজা থাকি। কিন্তু তোমরা এমন লিক-লিকে যে, সামান্য একটু বাতাস হলেই একেবারে নুয়ে পড়।"

এর পর একদিন ভীষণ ঝড় শুরু হ'ল। শরগাছগুলো একবার নুয়ে

পড়ে, একবার সোজা হয়। বড় গাছটা দাঁড়িয়ে থাকে আর শরগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

ঝড় ক্রমশই বাড়তে লাগল। বড় গাছটাকে বেশীক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না। হঠাৎ একটা জোর দমকা হাওয়া তাকে একেবারে উপ্‌ড়ে মাটিতে ফেলে দিল।

বেশী অহঙ্কার ভালো নয়।

প'ড়ে বল ঃ

১। নদীর ধারে যে মস্ত গাছটা ছিল, তার অহংকার ছিল কেন?

২। ঐ গাছটার কয়েকহাত দূরে একেবারে নদীর ধারে কি গাছ ছিল? গাছগুলো কি রকম?

৩। ঐ ছোট গাছগুলোকে মস্ত গাছ অহংকার ক'রে কি বলল?

৪। তারপর একদিন কি ঘটল? তাতে সেই গাছগুলোর ও মস্ত গাছটার কি অবস্থা হল?





যেমনকে তেমন

বনে বেড়াতে বেড়াতে একটা শেয়াল নদীর ধারে এসে পৌঁছল। সেখানে তার পুরোনো বন্ধু বককে দূরে দেখতে পেল। শেয়াল ভাবল, অনেক দিন পরে দেখা, বন্ধুর সঙ্গে একটা মজা করা যাক। তখন তার কাছে এসে বলল, "কি বন্ধু, ভালো তো? অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা ; কাল আমার ওখানে তোমার নেমন্তন্ন রইল।"

পরের দিন বক এসে বন্ধুর দরজায় ধাক্কা দিল। শেয়াল বাইরে এসে বককে আদর করে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। তারপর বলল, "বক ভাই, কিছু মনে করো না। বেড়িয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। তাই বিশেষ কিছু রান্না করতে পারিনি। কেবল একটুখানি ঝোল তৈরি করেছি।"

এই বলে শেয়াল দুটো থালায় ঝোল ঢালল। একটা থালা বককে দিল, আর একটা নিজে নিয়ে খেতে শুরু করল। শেয়াল জিভ দিয়ে চেটে চেটে বেশ খেতে লাগল, কিন্তু বকের হ'ল মুশকিল! লম্বা ঠোঁট দিয়ে থালার ঝোল কি খাওয়া যায়? সে মোটেই খেতে পারল না।

শেয়ালের খাওয়া হয়ে গেলেই সে বককে ঠাট্টা করে বলল, "কই ভাই, কিছুই খেলে না তো? এই সামান্য একটুখানি ঝোল, তা-ও ফেলে রাখলে?"

বকের গা তখন রাগে রী রী করছে। একে তো খাবার নাম করে তাকে ঠকানো, তার উপর আবার ঠাট্টা! তবু সে রাগ দেখালো না, শুধু হাসিমুখে বলল, "আর কত খাব বল? এমন চমৎকার রান্না তোমার, ঝোল আর মুখে দেবারই দরকার হয় না, গন্ধেই পেট ভরে গেল।" যাবার সময় বক তার বাড়িতে পরদিন শেয়ালকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিল।

শেয়াল পরের দিন বকের বাসায় এসে উপস্থিত। বক বলল, "আমার রান্না শেষ, তুমি ভাই বড্ড দেরি করে ফেললে। যাক্, আর দেরি করা উচিত নয়।" এই বলে বক শেয়ালকে ভেতরে নিয়ে এল। একটা সরুমুখ কুঁজোর মধ্যে সে আগে থেকে মাংসের টুকরো ভরে রেখেছিল, সেইটে বের করল।

বন্ধুকে খেতে বলে বক কুঁজোর মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে এক-এক টুকরো মাংস বের করে আর খায়। শেয়াল হাঁ করে চেয়ে থাকে। বেচারা অনেক চেষ্টা করেও কুঁজোর ভেতরে মুখ ঢোকাতে পারল না। শেষে খিদের চোটে কুঁজোর গা চাটতে লাগল।

বকের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বক দুঃখের ভান করে বলল, "কই ভাই, তুমি তো কিছুই খেলে না! রান্না নিশ্চয় ভাল হয়নি!"

শেয়াল তার ঠাট্টার অর্থ বুঝতে পেরেছিল।

প'ড়ে বল :

১। শেয়াল একদিন তার পুরোনো বন্ধু বককে মজা করার জন্য কি বলল?

২। পরদিন বক শেয়ালের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে গেলে শেয়াল কি করল? খাবার সময়ে শেয়ালের কি সুবিধা হ'ল? বকেরই বা কি অসুবিধা হ'ল? খাওয়া শেষে শেয়াল বককে ঠাট্টা ক'রে কি বলল?

৩। শেয়ালের বজ্জাতি বুঝে বকের মনের ভাব কেমন হ'ল? সে কি রাগ প্রকাশ করল? সে শেয়ালকে কি বলল?

৪। পরদিন শেয়াল নেমন্তন্নে গেলে বক কি করল? শেয়াল কিছুই খেতে পারল না কেন? বকের খেতে কোন অসুবিধা হ'ল না কেন?



শীতকাল। সন্ধ্যে হয়ে এল। একটা কুকুর ঠান্ডায় কাতর হয়ে রাত্রির জন্য আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে তার চোখে পড়ল একটা গোয়ালঘর, আর তার মধ্যে জাবনা খাবার একটা বড়ো গামলা—শুক্‌নো খড়ের টুকরোয় গামলাটা ভরতি। যে গরু ঐ গোয়ালে রাত্রে থাকে তারই খাবার।

কুকুরটা সেই জাবনার গামলায় উঠে দিব্যি আরাম করে ঘুমোতে লাগল। ভাবখানা এই—যেন তারই শোবার জন্যে কেউ খড়ের বিছানা তৈরি করে রেখেছে।

যে গরুর জন্যে ঐ গামলাটা সাজানো ছিল সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যের পর সে ফিরে এল। সারাদিনের পরিশ্রমে সে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। খিদেও পেয়েছিল ভয়ানক। কুকুরটাকে এই অবস্থায় তার খাবারের উপর শুয়ে থাকতে দেখে সে ভারী চটে গেল।

তবু রাগ না দেখিয়ে ষাঁড় কুকুরটাকে মিষ্টি ভাষায় বলল, ''ভাই কুকুর, দয়া করে গামলা থেকে নীচে নেমে এস। আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে, আমাকে দুটো খড় খেতে দাও।''

কুকুর কিন্তু গামলা ছেড়ে নামলো না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কুকুর ভয়ানক বিরক্ত হ'ল। ষাঁড়টার দিকে মুখটা বাঁকিয়ে সে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তারপর যেমনভাবে শুয়ে ছিল, তেমনি শুয়ে পড়ল।

ষাঁড় বলল, ''এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার! আমার খাবার আমি খাব, তা খেতে দেবে না? হাঁ, যদি খড় তুমি নিজে খেতে, তা হলেও একটা মানে হত। কিন্তু এ কি রকমের জবরদস্তি, না খাবে নিজে,—না খেতে দেবে অন্যকে।''

কুকুর কোন কথাই শোনে না। ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে থাকে।

ষাঁড়ের মনিব কুকুরের চীৎকার শুনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে ব্যাপারটা কি, কুকুরের ব্যবহার দেখে তার ভারী রাগ হ'ল। সে আর কোন কথা না বলে হাতের লাঠি দিয়ে কুকুরের পিঠে এমন এক ঘা মারলে যে, কুকুর আর পালাবার পথ পেল না।

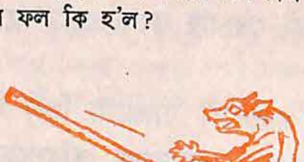
প'ড়ে বল ঃ

১। কুকুরটা গোয়ালঘরে ঢুকেছিল কেন? সেখানে কি তার চোখে পড়ল? কুকুরটা তখন কি করল?

২। গরু গোয়ালে ফিরে কি দেখল? তখন সে কুকুরকে কি বলল? কুকুর তাতে বিরক্ত হ'ল কেন? সে কি করল?

৩। গরু তাতে কি বলল? কুকুর তার কথায় কান দিল কি? কুকুর কি করল?

৪। কুকুরের চীৎকারের ফল কি হ'ল?





দাঁড়কাক আর দাঁড়কাক হয়ে থাকতে চায় না। তার আর অন্য দাঁড়কাকদের সঙ্গে মিশতে একটুও ইচ্ছে করে না।

সে ভাবল—এরা মোটেই ভাল নয়। এরা দেখতে কী কুৎসিত! তার চেয়ে ময়ূরদের সঙ্গে মেশা খুব ভালো। তারা কত সুন্দর! কী চমৎকার তাদের পালকের রঙ!

বনে ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন দেখতে পেল, একটা ময়ূর মরে পড়ে আছে। তার আনন্দ আর ধরে না। সে একটি একটি করে তার গা থেকে পালক টেনে তুলে নিজের গায়ে লাগাল। ময়ূরের পালক গায়ে পরে সে ভাবল. কেউ তাকে এখন আর ময়ূর ছাড়া দাঁড়কাক বলবে না। তাই সে মনের আনন্দে চলল ময়ূরের দলে।

তার ছদ্মবেশ ধরতে ময়ূরদের একটুও দেরি হল না। তারা কাককে দলে ভিড়তে দিল না, সবাই মিলে ঠোকরাতে ঠোকরাতে তাকে বিদায় করে

দিল। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে দাঁড়কাক কোন রকমে প্রাণটুকু নিয়ে ফিরে এল নিজের দলে।

অন্য দাঁড়কাকরা তার দুরবস্থা দেখে হাসতে লাগল। একজন পরিষ্কার বলে দিল, "যে কাক নিজেকে কাক বলতে লজ্জা বোধ করে, আমরা তার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি না। তোমার সেই ময়ূর-বন্ধুদের কাছে ফিরে যাও। আমরা তোমার মুখ দেখতে চাই না।"

প'ড়ে বল ঃ

১। দাঁড়কাকটা অন্য দাঁড়কাকদের সম্বন্ধে কি ভাবত? সে কাদের সঙ্গে মিশতে চাইত? কেন চাইত?

২। বনে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে কি দেখতে পেল? তখন সে কি করল?

৩। ময়ূররা তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল?

৪। দাঁড়কাকরা তার অবস্থা দেখে কি করল? তারা কি তাকে আর দলে নিল? তারা দাঁড়কাককে কি বলল?





অতিলোভ

কসাইখানার আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে একটা কুকুর আর লোভ সামলাতে পারল না। সে সেইখানে এক কোণে চুপটি করে ওত পেতে বসে রইল। যেই ফাঁক পেল, অমনি এক টুকরো মাংস মুখে নিয়ে দৌড় দিল।

কিছুদূর যেতে না যেতে পথে পড়ল এক ঝরনা। ঝররনাটা পার হবার জন্যে একটা বাঁশের সাঁকো ছিল। কুকুর সাঁকোর উপর উঠে আস্তে আস্তে পার হতে লাগল।

কুকুরের মুখে রয়েছে মাংস, আর জলে পড়েছে তার ছায়া। সাঁকো পার হতে হতে তার চোখ পড়ল সেই ছায়ার দিকে। সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কুকুরটা ছিল বোকা। জলের ছায়াটাকে দেখে সে ভুল করল।

সে ভাবল—আর একটা কুকুর তার মত মাংস চুরি করে দিব্যি পালাচ্ছে।

সে ঠিক করল, ঐ কুকুরটার মাংসের টুকরোটাও কেড়ে নেবে। তা হলে একটার জায়গায় তার দু'টুকরো মাংস হবে।

এই ভেবে কুকুর নীচের ছায়াটাকে কামড়াবার জন্যে গোঁ গোঁ করতে করতে যেই হাঁ করে জলের দিকে তার মুখ বাড়াল, অমনি তার মুখের মাংসটাও জলে পড়ে গেল।

অতিলোভের ফলে পাওয়া জিনিসও গেল। বেচারার অনুতাপের শেষ রইল না।

প'ড়ে বল ঃ

১। কুকুরটা কোথায় মাংসের টুকরো পেয়েছিল? কিভাবে পেয়েছিল?

২। ঝরনার উপর কিসের সাঁকো ছিল? সাঁকোর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় কুকুর কি দেখল?

৩। কুকুর নিজের ছায়া দেখে কি ভাবল? তখন সে কি করল?

৪। তার অতিলোভের ফল কি হ'ল?





শহুরে ইঁদুর ও গ্রাম্য ইঁদুর

অনেকদিন থেকেই শহুরে ইঁদুর ভাবছে তার বন্ধু গ্রাম্য ইঁদুরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। গ্রামটাও তার অনেকদিন দেখা হয়নি, সেটাও তার দেখবার বড় ইচ্ছে। তাই সে সেদিন সেখানে যাবে মনস্থ করল। সেজে-গুজে একেবারে সোজা বন্ধুর বাড়ি গিয়ে হাজির।

গ্রাম্য ইঁদুর তার বন্ধুকে দেখে খুব খুশি। শহুরে ইঁদুর তার বাসায় আসবে সে ভাবতেও পারেনি। সে গ্রামের ইঁদুর, কিভাবে তাকে অভ্যর্থনা করবে, তাই নিয়ে সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল।

রাত্রে দু'জনে খেতে বসল। গ্রাম্য ইঁদুর তার গ্রামের সবচেয়ে যে ভাল শস্য ছিল সেগুলো বের করে বন্ধুকে খাওয়ার জন্যে দিল। সে বলল, ''ভাই, এ আমাদের গ্রামের জিনিস, তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। তুমি শহরে এর চেয়ে অনেক ভাল জিনিস খাও।''

শহুরে ইঁদুর বলল,—''তুমি আমার সঙ্গে চল, আমাদের শহর একবার দেখে আসবে। আমি সুখে থাকি, কি কষ্টে থাকি, স্বচক্ষে দেখতে পাবে।''

সেদিনটা দু'জনের বেশ স্ফূর্তিতে কাটল। পরের দিন গ্রাম্য ইঁদুর চলল শহুরে ইঁদুরের সঙ্গে শহর দেখতে।

শহরে পৌঁছে শহর দেখে গ্রাম্য ইঁদুরের একেবারে তাক লেগে গেল। এখানকার সবই তার কাছে নতুন ঠেকছে। কত বড় বড় বাড়ি, কত দোকান, কত লোকজন! তার মনে ভয়ও হলো। সব সময় মনে হতে লাগল—বোধ হয় লোকে তাকে ধরে ফেলবে।

শহুরে ইঁদুর বন্ধুকে নিয়ে একটা বড় বাড়ির দালানে গিয়ে উঠল। সেখানে কতকগুলো বড় বড় বাক্স পড়ে আছে। তারই একটা কোণে তার বাসা।

বন্ধুর বাসা দেখে গ্রাম্য ইঁদুর অবাক্ হয়ে গেল। তার গর্তের চেয়ে এ কত সুন্দর!

সারাদিন বেশ কাটল। রাত্রে খাবার সময় শহুরে ইঁদুর তার বন্ধুকে খাবার জন্যে আর এক জায়গায় নিয়ে গেল। সেটা হচ্ছে সে-বাড়ির রান্নাঘর। নানারকমের খাবার তৈরি করে রেখে বাড়ির ঠাকুর কোথায় একটু সরে গেছে।

ভালো ভালো এত খাবার দেখে গ্রাম্য ইঁদুরের তো আনন্দ ধরে না! কিন্তু আনন্দ বেশিক্ষণ রইল না।

শহুরে ইঁদুর তার বন্ধুকে বললে, ''বন্ধু, তোমার যা খুশি খাও, লজ্জা করো না।''

গ্রাম্য ইঁদুর একটা রুটির টুকরোয় যেই কামড় দিয়েছে, অমনি শহুরে ইঁদুর চীৎকার করে বলে উঠল, ''বন্ধু, আর নয়, শীগ্গির পালাও।'' বলেই সে ছুটতে লাগল।

গ্রাম্য ইঁদুর কিছু বুঝতে না পেরে তার বন্ধুর পেছনে পেছনে ছুটল। তারা আর কোথাও থামল না, একেবারে সোজা তার বাসায় গিয়ে দাঁড়াল।

দু'জনেই হাঁপাচ্ছে। গ্রাম্য ইঁদুর তো একেবারে আধ-মরা হয়ে গেছে, কারণ, এরকম আচমকা দৌড়ে পালানো তার অভ্যাস নেই।

শহুরে ইঁদুর বলল, ''আর একটু দেরি করলেই দু'জনে একেবারে

গেছলাম আর কি! ঠাকুর রান্নাঘরে ফিরে আসছিল। আমাদের দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকত না।"

গ্রাম্য ইঁদুর বলল—"আমি তো এসব কিছুই জানতাম না। দরকার নেই আমার শহর দেখে। রাতটা কাটলে হয়, সকালেই আমি বাড়ি ফিরে যাব। ভালো খাবারে কাজ নেই। স্বাধীনভাবে যদি থাকতে পাই, মোটা ভাতই আমার ভাল।"

প'ড়ে বল ঃ

১। শহুরে ইঁদুর একদিন কোথায় গেল? কেন গেল? গ্রাম্য ইঁদুর তার বন্ধুকে দেখে খুশিও হ'ল, আবার চিন্তিতও হ'ল কেন?

২। গ্রাম্য ইঁদুর তার বন্ধু শহুরে ইঁদুরকে কিভাবে আপ্যায়ন করল? শহুরে ইঁদুর গ্রাম্য ইঁদুরকে কি বলল?

৩। গ্রাম্য ইঁদুর শহরে এসে কি দেখল? তার ভয় হ'ল কেন? শহুরে ইঁদুর গ্রাম্য ইঁদুরকে কোথায় নিয়ে গেল?

৪। শহুরে ইঁদুরের বাসা কোথায় ছিল? শহুরে ইঁদুরের বাসা দেখে গ্রাম্য ইঁদুরের কি মনে হ'ল?

৫। রাতে খাওয়ার জন্যে শহুরে ইঁদুর গ্রাম্য ইঁদুরকে কোথায় নিয়ে গেল?

৬। সেখানে তারা কি দেখল? শহুরে ইঁদুর গ্রাম্য ইঁদুরকে কি বলল? গ্রাম্য ইঁদুরের আনন্দ বেশিক্ষণ থাকল না কেন?

৭। গ্রাম্য ইঁদুর শহুরে ইঁদুরের সঙ্গে ছুটে পালিয়ে কোথায় গেল? গ্রাম্য ইঁদুর আধমরা হয়ে গিয়েছিল কেন? শহুরে ইঁদুর তাকে কি বলল?

৮। গ্রাম্য ইঁদুর শহুরে ইঁদুরকে কি বলল?





বন্ধুর পরিচয় বিপদে

একদিন দু'জন বন্ধু মনের আনন্দে বনের মধ্যে বেড়াচ্ছিল। বনের পথে—তারা একমনে কথাবার্তা বলতে বলতে চলেছে।

অনেকটা পথ এগিয়েছে, তখন একজনের খেয়াল হলো "তাইতো এ আমরা কতদূর এলাম! আর এগিয়ে কাজ নেই। শেষে বিপদে পড়ব নাকি! ভালোয় ভালোয় এখন ফিরতে পারলে হয়। যেরকম বাঘ-ভালুকের ভয়!"

দ্বিতীয় বন্ধুটি বললে, "আর নয়, তাড়াতাড়ি ফিরে চল। ধর, যদি এখনই একটা ভালুক এসে পড়ে, তা হলে কি করবে?"

প্রথম বন্ধুটি বললে, "ভয় কি বন্ধু? আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না—এই তোমাকে বলে দিলাম।"

এই বলতে বলতে দু'জনে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল—প্রথম বন্ধু সামনে আর দ্বিতীয় বন্ধু পেছনে।

কিছুদূর গেছে এমন সময় প্রথম বন্ধু দূরে একটা ভালুক দেখতে পেল! যেই না দেখা, অমনি কোন কথা না বলে পেছন ফিরে একেবারে ভোঁ-দৌড়। খানিক দূর দৌড়ে সামনে একটা বড় গাছ দেখে সে উঠল তার ডগায়।

দ্বিতীয় বন্ধু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। সে চারদিকে ভাল করে তাকাল। তখন দেখতে পেল, একটা মস্ত ভালুক তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ভয়ানক মুশকিলে পড়ল। তখন দৌড়ে পালানোর আর সময় নেই।

হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। সে লম্বা হয়ে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। চোখ-মুখ বন্ধ করে এমনভাবে শুয়ে রইল, যেন দেখলেই মনে হয় মরা মানুষ। সে এক সময় শুনেছিল, ভালুক নাকি মরা মানুষ ছোঁয় না।

একটু পরেই ভালুকটা সেখানে এসে পড়ল। সে লোকটির মুখের কাছে মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শুঁকতে লাগল। লোকটি তখন দম বন্ধ করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ভালুকটা মনে করল, লোকটা নিশ্চয় মরে গেছে। তাই মানুষটাকে সে ছুঁলো না; আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল।

ভালুককে চলে যেতে দেখে প্রথম বন্ধুটি গাছ থেকে নেমে এল। বন্ধুর কাছে এসে হাসতে হাসতে বললে, "কি বন্ধু, ভালুকটা অতক্ষণ ধরে তোমার কানে কানে কি বলল?"

দ্বিতীয় বন্ধুটি বললে, "ভালুক বলে গেল—যে বন্ধু বিপদের সময় পালিয়ে যায়, তাকে কখনো বিশ্বাস করো না।"

প'ড়ে বল ঃ

১। একদিন দুই বন্ধু কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল? তারা আর এগোনো ভালো নয় মনে করল কেন?

২। দ্বিতীয় বন্ধু তখন কি বলল? প্রথম বন্ধু তাকে কি ব'লে ভরসা দিল?

৩। কিছুদূর যাওয়ার পরে প্রথম বন্ধু সামনে কি দেখতে পেলো? তখন সে কি করল?

৪। দ্বিতীয় বন্ধু তখন ভালো ক'রে তাকিয়ে কি দেখল? তখন সে খুব বিপদে পড়ল কেন?

৫। তখন সে কি করল? ভালুকটা তার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে কি করল? ভালুকটা আস্তে আস্তে সেখান থেকে চ'লে গেল কেন?

৬। ভালুক চলে গেলে প্রথম বন্ধু কি করল? সে দ্বিতীয় বন্ধুকে কি জিজ্ঞাসা করল? তার জবাবে দ্বিতীয় বন্ধু কি করল?



দুর্জনের কথায় বিশ্বাস নেই

এক নেকড়ে বাঘ একটা হরিণ শিকার করে মনের আনন্দে মাংস খাচ্ছিল। হঠাৎ একটা হাড় গলায় ফুটে গেল। যন্ত্রণায় বেচারা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। মাংসও পেট ভরে খাওয়া হলো না। গলায় হাড়টা এমন-ভাবে ফুটেছে যে, সহজে বেরোচ্ছে না।

বাঘ কাতর হয়ে যাকেই সামনে পায়, তাকেই অনুনয় করে বলে, ''অনেক পুরস্কার দেব, দাও ভাই, আমার গলার হাড়টা বের করে।''

যে যার মত মুচকি হেসে চলে যায়। বাঘের কথায় বিশ্বাস কি? এমন সময় এক বক উড়তে উড়তে যাচ্ছিল। বাঘ তাকে ডাকলে। ডেকে বললে, ''দাও না ভাই, গলার হাড়টা বের করে। তোমাকে পুরস্কার দেব।''

বকের লোভ হলো। সে বললে, ''ঠিক দেবে তো?''

বাঘ বলল, ''আমি মিছে কথা বলতে পারি?''

তখন বক তার গলার মধ্যে নিজের লম্বা ঠোঁট ঢুকিয়ে হাড়টা বের করে দিল। বাঘ সুস্থ হলো।

তখন বক বললে, "এবার আমার পুরস্কারটা দাও।"

বকের কথা শুনেই চোখ রাঙিয়ে বাঘ বললে, "আস্পর্ধা তো কম নয়! আমার মুখের মধ্যে যে তোকে মাথা ঢুকোতে দিয়েছিলাম, সেইটেই তোর বহু ভাগ্য মনে করবি। তা ছাড়া, আমার মুখের ভেতর মাথা গলিয়ে সেই মাথা যে আবার বের করে আনতে পেরেছিস, সেইটেই তোর যথেষ্ট পুরস্কার।"

এই বলে বাঘ আবার মাংস খেতে আরম্ভ করল।

প'ড়ে বল ঃ

১। নেকড়ের গলায় হাড় ফুটে গেল কিভাবে? নেকড়ে তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সবাইকে কি বলতে লাগল? সকলে তার কথা শুনে কি করল? তারা কেন অমন করল?
২। নেকড়ে তখন কাকে দেখতে পেল? তাকে ডেকে কি বলল?
৩। বক তখন কি বলল? নেকড়ের কথায় বিশ্বাস করে বক কি করল?
৪। বক পুরস্কার চাইলে নেকড়ে কি বলল?





শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না

কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে একটা শেয়াল একমনে তার নিজের ছায়া দেখছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ পা ফস্‌কে সে একেবারে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

বেচারা ওঠবার জন্যে অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কোন ফল হলো না। অনেকক্ষণ চীৎকার করল, কিন্তু তাতেও কারুর দেখা মিলল না। শেষকালে আর উপায় না দেখে জলে পা ছুঁড়ে শব্দ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে একটা নেকড়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কুয়োর ভিতরের শব্দ তার কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঁকি দিয়ে দেখলে—একটা শেয়াল ভেতরে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে।

শেয়ালটি নেকড়েকে দেখে উৎসুক হয়ে বললে, "বন্ধু, আমি কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। তুমি আমায় বাঁচাও।"

নেকড়ে তার কথা শুনে সহানুভূতি জানিয়ে বললে, "আমি বুঝতে

পারছি না, তোমার এমন দশা কি করে হলো? কুয়োর মধ্যে তোমার কি দরকার ছিল?"

শেয়াল বললে, "সে সব কথা পরে হবে। এখন যদি আমায় বাঁচাতে চাও তো আর দেরি করো না।"

নেকড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তোমার জন্যে আমার সত্যি কান্না পাচ্ছে।"

এই বলে নেকড়ে যে পথে এসেছিল, সেই পথে চলে গেল।

নেকড়ের মুখের সহানুভূতিতে শেয়ালের প্রাণরক্ষা হলো না।

প'ড়ে বল ঃ

১। শেয়াল কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল? সে সেখানে কি করছিল? সে কিভাবে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল?

২। কুয়োর মধ্যে পড়ে শেয়াল কি করতে লাগল? কিছুক্ষণ পরে ঐ পথ দিয়ে কে যাচ্ছিল? সে কুয়োর মধ্যে উঁকি দিয়ে কি দেখল?

৩। শেয়াল তাকে কি বলল? নেকড়ে তাকে কি বলে দরদ দেখাল?

৪। নেকড়ে কি তাকে তুলবার চেষ্টা করেছিল? সাহায্য না করে শুধু মুখে দরদ দেখালে কি কারো উপকার হয়? শেয়ালের কি প্রাণরক্ষা হয়েছিল?





অতিবুদ্ধির বিপদ

এক বিড়াল এক খেঁকশিয়ালকে বলছে, "যে দুর্দিন পড়েছে ভাই, তাতে প্রাণ বাঁচিয়ে বাস করা দায়। যেখানেই যাই, সেখানেই পেছনে লোক তাড়া করে। শত্রুর অভাব নেই। কি উপায় করা যায়?"

খেঁকশিয়াল বুক ফুলিয়ে বললে, "আমি ওসব ভয় করি না। আমার অনেক কৌশল জানা আছে। যত বড় শত্রুই হোক না কেন, আমাকে কাবু করা সহজ নয়।"

এই বলে সে কবে কেমন করে কত বিপদের মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তার দু'-একটা গলপও বিড়ালকে শুনিয়ে দিল।

বিড়াল কিন্তু মুখ শুকনো করে বললে, "আমি তো ভাই, সামান্য একটা বিড়াল মাত্র। তোমার মত অত বুদ্ধি-সুদ্ধি তো আমার নেই! একটিমাত্র কৌশল আমি জানি। সেটা যদি কাজে লাগে তো লাগবে, না হলে মরতে হবে, উপায় কি?"

এই বলে সে কতবার কোথায় মার খেয়েছে, তার কয়েকটা গল্প করলে।

খেঁকশিয়াল বললে, "ভয় কিসের? আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তুমি আমার পেছনে পেছনে থেকো, তা হলেই রক্ষা পাবে। মনে কর, যদি এখনই আমাদের কেউ তাড়া করে, তা হলে তুমি কি করবে?"

যেই তার মুখের কথাটি শেষ হয়েছে অমনি দেখা গেল, দূরে একদল কুকুর ছুটে আসছে, যেন তাদেরই দেখতে পেয়ে!

বিড়াল কেবল একটা কৌশলই জানত। সে হলো গাছে চড়া। সে এইবার সেই কৌশল দেখাল। সামনে একটা বড় গাছ দেখতে পেয়ে সে তাড়াতাড়ি তাতে উঠে পড়ল। ডালের একটা জায়গায় পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে রইল। আর সেখান থেকে দেখতে লাগল খেঁকশিয়ালের অবস্থা।

খেঁকশিয়ালের কৌশলের অভাব নেই। কিন্তু কোন্‌টি সে কাজে লাগাবে, ঠিক করতে না করতেই কুকুরের দল এসে হাজির হলো। তার বুদ্ধি আর বেরোবার অবকাশ পেলো না। কুকুরগুলো তাকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

প'ড়ে বল ঃ

১। বিড়াল একদিন খেঁকশিয়ালকে কি বলল?
২। খেঁকশিয়াল তাকে দেমাকের সঙ্গে কি জবাব দিল?
৩। বিড়াল তাকে কি দুঃখের কথা বলল?
৪। বিড়াল একটামাত্র কৌশল জানত? একদল কুকুর আসতে সে সেই কৌশল কিভাবে কাজে লাগাল?
৫। খেঁকশিয়াল অনেক কৌশল জানা সত্ত্বেও তার কি দশা হল?





যাকে-তাকে বিশ্বাস করো না

বিরাট এক বন। আর তার চারদিকে সবুজ ক্ষেত। সেই বনে বাস করত একটা বেশ মোটাসোটা হরিণ। বনের মধ্যে থেকেই সে দিন কাটাত। বাইরে সে আসত না বললেই চলে, পাছে লোকে তাকে ধরে ফেলে।

একটা ধূর্ত শেয়াল এই হরিণটির সন্ধান পেয়ে একদিন আলাপ করতে তার বাসায় গেল। এমন ভাবটা সে হরিণের কাছে দেখাল যে, হরিণ মোটেই তার খারাপ মতলব বুঝতে পারল না।

শেয়ালটা তারপর থেকে প্রতিদিনই যায়, হরিণের সঙ্গে গল্প-গুজব করে। তার কাছে কত বন্ধুত্ব জানায়। হরিণও মনে মনে খুব খুশি। শেয়ালটা যে মনে মনে মতলব এঁটে বন্ধুত্বের অভিনয় করছে, এত কথা ও জানবে কি করে?

একদিন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে দু'জনে কথা বলছে। হরিণের

পুরাতন বন্ধু কাক সেই গাছের উপরে বসে ছিল। সে তাদের দেখতে পেল। শেয়ালকে হরিণের সঙ্গে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি হলো না।

হরিণ ফিরে আসতেই কাক তার বাসায় গিয়ে বললো, "বন্ধু, আজ তোমায় এক নতুন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে দেখলাম। আমার কিন্তু ওকে দেখে ভাল মনে হচ্ছে না।"

হরিণ বললে, "ছি ছি, তুমি ওকে ভুল বুঝো না। আমার তো বেশ ভালই লাগল। আমি তো ওকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না"

আর একদিন শেয়াল আর হরিণ দু'জনে চলেছে। বেড়াতে বেড়াতে শেয়াল হরিণকে বনের বাইরে একটা ধানক্ষেতের কাছে নিয়ে এল। বাইরে এমন সুন্দর সবুজ ক্ষেত যে থাকতে পারে, হরিণ তা জানতও না। সে মনের আনন্দে দিব্যি ধানগাছ খেতে শুরু করল।

তারপর থেকে হরিণ রোজ সেই ক্ষেতে গিয়ে ধানগাছ খেয়ে আসে।

যে চাষীর জমি, সে কিন্তু কে রোজ ধান গাছ খাচ্ছে তা ধরতে পারলে না। তখন সে জমিতে একটা জাল পেতে রাখলে। হরিণ পরের দিন যেই এল, অমনি সেই জালে বাঁধা পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে শেয়াল সেখানে এসে পেঁাছল। তাকে দেখে হরিণ বললে, "এই যে বন্ধু, এসেছ? আমি তোমার কথাই ভাবছি। এই বিপদে তুমি ছাড়া কে রক্ষা করবে বল?"

শেয়াল বললে, "কেন, কী হলো?"

"এই দেখ না"—বলে হরিণ জালে জড়ানো পা দেখালে। তারপর বললে, "তুমি যদি দয়া করে জালের দড়িগুলো কেটে দাও, তা হলে আমি পালাতে পারি। না হলে এখানেই মরতে হবে।"

শেয়াল বললে, "তোমাকে বাঁচানো তো আমার কাজ! কিন্তু ভাই কী করি বল দেখি? ওই জালটা যে গরুর চামড়া দিয়ে তৈরী। আজ রবিবার—নিরামিষ খাই। ওতে দাঁত লাগাই কি করে? তুমি নিশ্চিন্তে

রাতটা কাটিয়ে দাও। ভাবনা করো না। কাল তোমায় নিশ্চয়ই উদ্ধার করব।"

এই বলে শেয়াল চলে গেল। যেতে যেতে ভাবতে লাগল, "কাল সকালে চাষী তার ক্ষেতে এসে হরিণকে তো মারবেই। তখন নাড়ি-ভুঁড়িগুলো অন্ততঃ আমার ভাগ্যে জুটবে।

শেয়াল আর বেশী দূরে গেল না। কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

কাক সন্ধ্যের সময় হরিণের বাড়ি এল। হরিণকে দেখতে না পেয়ে একটু চিন্তিত হলো। সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল কিন্তু হরিণ তখনও ফিরল না।

ক্রমে রাত্রি বাড়তে লাগল, তার ভাবনাও বেড়ে চলল। সে বুঝতে পারল, বন্ধু নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। তাই বেশী দেরি না করে সে হরিণকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কাক হরিণের কাছে এসে পেঁছিল। হরিণ কাককে দেখে বলতে লাগল, "বন্ধু, তোমার কথা না শোনার এই ফল।"

কাক বললে, "দুঃখ করে লাভ কি? যা হবার হয়েছে। এখন বাঁচার একটা মাত্র উপায় আছে, সেইটে শোন। কাল চাষী যখন ক্ষেতে আসবে, তুমি তখন মরার ভান করে চোখ বুজে পড়ে থাকবে। যেই তার জাল খোলা হবে, অমনি আমি 'কা-কা' শব্দ করব। আর তুমি এক লাফে দৌড়ে পালাবে।" এই সব ঠিকঠাক করে কাক চলে গেল।

সকালবেলায় চাষী একটা লাঠি আর ছুরি হাতে এসে পেঁছিল। পাশের ঝোপে মাংসের লোভে শেয়াল আগে থেকেই ওৎ পেতে বসে আছে। হরিণ কাকের কথামতো মরার ভান করে পড়ে রয়েছে।

চাষী দেখলে—হরিণটা আগেই মরে গেছে। সে জালটি খুলে যেই একটু সরেছে, অমনি কাক ডেকে উঠল—'কা-কা'। হরিণটা শুনতে পেয়েই দিলে দৌড়।

চাষী দেখলে হরিণটা পালাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি জালটা ফেলে দিয়ে তার হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারল হরিণের দিকে। লাঠিটা হরিণের গায়ে না লেগে ঝোপে গিয়ে পড়ল। শেয়াল সেই লাঠির ঘায়েই মরল।

প'ড়ে বল ঃ

১। মোটাসোটা হরিণটা কোথায় বাস করত? সে বাইরে প্রায় আসতই না কেন?

২। একটা ধূর্ত শেয়াল একদিন এই হরিণের সন্ধান পেয়ে কি করল?

৩। হরিণ ও শেয়ালকে দেখে হরিণের পুরানো বন্ধু কাক কি ভাবল? কাক হরিণকে কি বলে সাবধান ক'রে দিল? হরিণ কাকের কথা বিশ্বাস করল কি?

৪। শেয়াল একদিন হরিণকে কোথায় নিয়ে এল? হরিণ সুন্দর সবুজ ক্ষেতে ঢুকে কি করল? একদিন জমির মালিক কি করল? হরিণ ফাঁদে ধরা পড়ে শেয়ালকে কি বলল?

৫। শেয়াল তাকে কি বলল? শেয়ালের মতলব কি ছিল?

৬। সন্ধ্যা পর্যন্ত হরিণকে ফিরতে না দেখে কাক কি ভাবল? হরিণকে এই অবস্থায় দেখে কাক তাকে কি বলল?

৭। পরদিন চাষী যখন জমিতে এল, তখন শেয়াল কোথায় ছিল? কেন সে সেখানে ঐভাবে ছিল?

৮। চাষী যখন এল, তখন হরিণ কি করল? চাষী কি করল? কাক কা—কা করতে হরিণ কি করল? চাষীর লাঠিতে শেয়াল মরল কিভাবে?





এক বুড়ো তার গাধাটাকে বিক্রি করবে বলে হাটে নিয়ে যাচ্ছিল। তার ছোট ছেলেটিও হাঁটতে হাঁটতে বাবার সঙ্গে চলছিল।

কিছুদূর গিয়েছে এমন সময় তার এক চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটি বুড়োকে বললে, "আরে, ছেলেটাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? গাধাটা বিনা বোঝায় কেমন আরামে চলেছে! ওর পিঠে তো ছেলেটাকে চাপিয়ে দিলে পার।"

বুড়ো ভাবলে, তাইতো কী বোকাই আমি! ছেলেটাকে সে গাধার পিঠে চড়িয়ে দিয়ে পাশে পাশে চলতে লাগল।

আরও খানিকটা গিয়েছে, এমন সময় আর একটি লোক বললে, "দুনিয়া এই রকমই বটে! বুড়ো চলতে পারে না, আর ছেলেটি দেখ, দিব্যি আরামে চলেছে। ওহে নবাব ছোকরা, তোমার আক্কেলটা কী রকম? নিজে চড়েছ গাধার পিঠে—আর বুড়ো বাপ চলেছে হেঁটে!"

এই কথা শুনে ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে বুড়ো বললে, "তুই একটু হেঁটে চল, আমি চড়ি গাধার পিঠে।"

এই বলে বুড়ো চলল গাধার পিঠে চেপে, আর ছেলে চলল হেঁটে হেঁটে।

কিছুদূর যেতে-না-যেতে বুড়ো দেখলে কয়েকজন মেয়ে কি কথাবার্তা বলতে বলতে আসছে। আর মাঝে মাঝে তাদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই তারা বললে, "বুড়ো, তোর তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! তুই দিব্যি গাধার পিঠে চেপে চলেছিস ; আর ওইটুকু ছেলে, সে চলেছে হেঁটে হেঁটে! ছেলেটাকেও তো তুলে নিতে পারিস।"

বুড়ো দেখলে সত্যিই তো, ছেলেটা হেঁটে হেঁটে হাঁপিয়ে পড়েছে। সে তাকে তার পেছনে তুলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

কিছুদূর এইভাবে চলল। আবার এক যুবকের সঙ্গে তাদের দেখা হলো।

যুবক বললে, "না-হয় গাধাটা অন্য লোকের, তাই বলে কি এতটা নিষ্ঠুর হতে হয়?"

বুড়ো বললে, "বাঃ! অন্য লোকের কী রকম? রীতিমতো আমার নিজের গাধা।"

যুবক বললে, "তা হলে তো উত্তম কথা। নিজের বলেই কি গাধাটাকে মেরে ফেলতে হবে? তোমাদের প্রাণে কি একটু দয়ামায়াও নেই!"

বুড়ো তখনই ছেলেকে নিয়ে নেমে পড়ল। কি আর করে? গাধার পিঠে একজন চড়লেও লোকে নিন্দে করে, পিঠে কেউ না চড়লেও নিস্তার নেই।

ভেবেচিন্তে বুড়ো ঠিক করলে, গাধাটাকে দু'জনে মিলে বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর তারা গাধাটাকে সামনের দুটো আর পেছনের দুটো পা আলাদা করে বাঁধল। একটি বাঁশ সে বাঁধনের মধ্যে গলিয়ে দিল। ছেলের কাঁধে একদিক তুলে দিলে, আর নিজের কাঁধে একপাশ তুলে নিলে। তারপর দুজনে গাধাটাকে বয়ে নিয়ে চলল।

এইভাবে তাদের বেশী দূর এগোতে হলো না। একদল ছেলে এই

ব্যাপার দেখে ভীষণ ঠাট্টা-তামাসা শুরু করল। তারা যত এগিয়ে যায়, ছেলের দলও ততই হল্লা করতে করতে পেছনে চলে।

পথে পড়ল একটি ছোট খাল। খালটি পার হবার জন্য একটা বাঁশের সাঁকো আছে। বুড়ো ও ছেলে যেই সাঁকোর মাঝামাঝি এসেছে অমনি ছেলের দল হো হো করে উঠলো। তাদের চীৎকারে গাধাটা ভয় পেয়ে এমনি ঝাঁকানি দিল যে, বুড়োর কাঁধ থেকে বাঁশটি গেল সরে। গাধাটা খালের জলে পড়ে মারা গেল। আর ছেলেকে নিয়ে বুড়ো শুকনো মুখে বাড়ি ফিরল।

সকলের উপদেশ শুনতে গেলে এমনই হয়।

প'ড়ে বল ঃ

১। কে কে গাধা বিক্রি করবে বলে হাটে যাচ্ছিল?

২। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন চেনা লোক বুড়োকে কি বলল? বুড়ো তখন কি করল?

৩। কিছুদূর যাওয়ার পর আর একজন লোক কি বলল? তখন ছেলেটি কি করল?

৪। কিছুদূর যেতে কয়েকজন মেয়ে বুড়োকে কি বলল? তখন বুড়ো ও ছেলে কি করল?

৫। কিছুদূর গেলে এক যুবক কি বলল? বুড়ো ও ছেলে যুবকের কথা শুনে কি করল?

৬। এই ব্যাপার দেখে একদল ছেলে কি করল? পথে খাল পার হতে গিয়ে কি ঘটল? সকলকে খুশি করা যায় কি?





একতার বল

তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আর ক'দিনই বা সে বাঁচবে—বুড়ো বসে বসে ভাবে! ছ'টা ছেলের কেউ-ই মানুষের মত হতে পারল না। একটারও এমন গুণ নেই যে, লোকের কাছে পরিচয় দিতে পারে। একে তো সবাই অকর্মণ্য, তাতে আবার ছেলেদের কারুরই মেজাজ কম নয়। ভায়ে ভায়ে একটুও সদ্ভাব নেই। কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে প্রায় সব সময়ই তাদের মধ্যে মন-কষাকষি লেগেই আছে। বুড়ো চোখ বুজলেই ওরা খুনোখুনি, কাটাকাটি করে মরবে।

একদিন বুড়ো কতকগুলো কাঠিকে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে একটি আঁটি বাঁধল। কাঠিগুলো খুব সরু। এক-একটি আলাদা করে ভাঙতে চেষ্টা করলে তা সহজেই ভাঙা যায়, কিন্তু একসঙ্গে সবগুলো ভাঙা কঠিন।

এইবার বুড়ো তার ছেলেদের ডেকে পাঠাল। বুড়ো বড় ছেলেকে প্রথমে ওই আঁটিটা ভাঙতে বললে।

সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। অন্য ভাইদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সে কাঠির গোছা দু'হাতে ধরে ভাঙবার চেষ্টা করল। অনেক চেষ্টা করেও সে ভাঙতে পারল না।

কিছু না বলে বুড়ো তখন অন্যান্য ছেলেদের আঁটিটা ভাঙতে বললে। তারা সবাই অনেক নাড়ানাড়ি করল, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না।

এবার বুড়ো আঁটিটা খুলে এক-একটি কাঠি ছেলেদের হাতে তুলে দিল। ছেলেরা সহজেই সেগুলো ভেঙে ফেলল। বাবা বললে, "দেখলে তো? কাঠিগুলো যখন একসঙ্গে ছিল, তখন ভাঙা যায়নি। যখন সেগুলো আলাদা হলো, তখন সহজেই ভেঙে গেল। তোমরা যদি মিলেমিশে থাক, তবে বিপদ নেই। মিলেমিশে না থাকলে বিপদ।"

এবার বুড়ো সবাইকে একসঙ্গে মিলে জোর দিয়ে ভাঙতে বললে। সবাইয়ের জোরে আঁটিটা মড় মড় করে ভেঙে গেল।

এমনি ভাবে বুড়ো তার ছেলেদের শেখালে একতার গুণ কী!

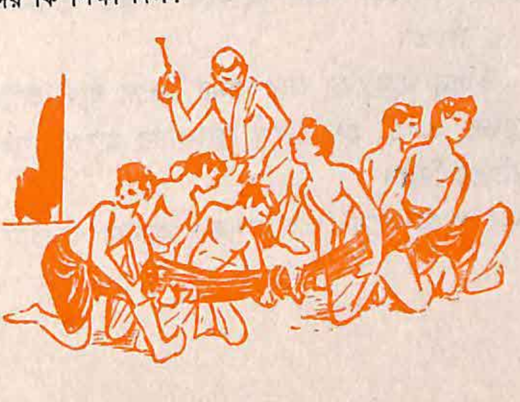
প'ড়ে বল ঃ

১। বুড়োর কটি ছেলে ছিল? ছেলেগুলি কিরকম ছিল?

২। বুড়ো একদিন কতকগুলি কাঠি নিয়ে কি করল? কেন ঐ রকম করল? তারপর সে ছেলেদের ডেকে কি করতে বলল? বুড়ো যা করতে বলল, ছেলেরা কি তা করতে পারল? পারল না কেন?

৩। তারপর বুড়ো কি করল? এখন সে ছেলেদের কি করতে বলল? ছেলেরা তা পারল কি? কেন পারল? তখন বুড়ো ছেলেদের এই দেখে কি শিখতে বলল?

৪। তারপর বুড়ো ছেলেদের একসঙ্গে কি করতে বলল? ছেলেরা তা পারল কি? এ থেকে বুড়ো তাদের কি শিক্ষা দিল?





বোকার ভালবাসা

একটি লোকের এক পোষা বানর ছিল। তার বাড়িতে আর কেউ ছিল না। বানরটাই ছিল তার সব সময়ের সংগী।

বানরটা তার এতই প্রিয় ছিল যে, সে ছাড়া তার কোন কাজ হত না। কোথাও যেতে হলে বানর তার সঙ্গে থাকে। যখন ঘুমোয়, তখন বানর জেগে বসে থাকে। বাইরে যখন জিনিসপত্র রোদে দেওয়া হয়, তখন সে বসে পাহারা দেয়। পোষা বানরের উপর লোকটির বিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। এমনকি লোকটি যখন ঘুমিয়ে থাকত তখন বানরটিকে সে পাহারায় বসিয়ে রাখত।

লোকটি একদিন ঘুমুচ্ছে, আর বানর জেগে বসে আছে। অনেকক্ষণ পরে বানর দেখল, একটা মশা এসে লোকটির মুখে বসল। বানর হাত দিয়ে তাকে উড়িয়ে দিল।

মশা আবার ঘুরে এসে গালে বসল। আবার বানরটা তাকে উড়িয়ে দিল।

কিন্তু মশা একেবারে সরে গেল না। যতবারই তাড়িয়ে দিল ততবারই ঘুরে ঘুরে আবার এসে লোকটির কপালের উপর বসে।

বানর মশার উপর খুবই চটে গেল। সে মশাটাকে মারবার জন্যে একটা পাথর কুড়িয়ে এনে মশার উপর ছুঁড়ে মারল।

মশা মরল বটে, কিন্তু লোকটিও মারা গেল।

প'ড়ে বল ঃ

১। লোকটার পোষা বানর কি করত ?

২। একদিন লোকটা যখন ঘুমুচ্ছিল, তখন বানরটা কি করছিল ? বানরটা মশা তাড়াতে চেষ্টা ক'রে পারল কি ? তখন সে কি করল ?

৩। তার ফল কি হল ?





মাঠে চরতে চরতে ঘোড়া আর হরিণে বেধে গেল তুমুল ঝগড়া।

ঘোড়া বললে—"রোজ আমি এই মাঠে ঘাস খাই। তুমি এ মাঠে ঘাস খাবে কেন? ওই তো অত মাঠ পড়ে আছে, দেখতে পাও না? ও সব জায়গায় গিয়ে খাও।"

হরিণ বললে, "বাঃ, আমি তো আগে থেকে এসে এখানে ঘাস খাচ্ছি। তুমি বরং অন্য জায়গায় যেতে পার।"

তাদের ঝগড়া থামে না। দূর দিয়ে সেই সময় একজন লোক যাচ্ছিল। ঘোড়া তাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "দেখুন, না মশাই, আমি এখানে রোজ ঘাস খাই। আর হরিণটা এসে আজ এখানে খাচ্ছে। আমি এর প্রতিশোধ নেব। আপনি দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।"

লোকটি বললে, "আমি ওকে মেরেই ফেলব। তবে এক শর্তে। তোমার মুখে একটা জিনিস লাগাব, আর আমাকে তোমার পিঠে চড়তে দিতে হবে।

অন্য যা কিছু লাগবে, সে সব আমার আছে। যদি রাজী হও, তা হলে কাল আমার বাড়িতে এস, এখন তুমি চলে যাও।"

লোকটির কথায় ঘোড়া রাজী হয়ে চলে গেল!

পরদিন লোকটি ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে তার পিঠে চড়ে সেই মাঠে এসে পেঁছিল। সে দেখলে আজও হরিণ সেখানে চরে ঘাস খাচ্ছে। লোকটির হাতে ছিল একটা বর্শা। সেই বর্শা দিয়ে তখুনি সে হরিণটাকে মেরে ফেললে।

ঘোড়া লোকটির কাজে খুশী হয়ে তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালে। সে এবার লোকটিকে তার'পিঠের উপর থেকে নামতে বললে।

লোকটি কিন্তু নামল না। সে বললে, "বেশ তো! তোমার আমি উপকার করলাম কি এমনি এমনি? তুমি আজ থেকে আমার কথামত চলবে। যখন যা বলব বিনা আপত্তিতে করবে। নইলে তোমারও হরিণের দশা হবে। তুমি আর ছাড়া পাবে না।"

ঘোড়া বড় বিপদে পড়ল। সেই থেকে ঘোড়া মানুষের গোলাম হলো আজও সে ছাড়া পায়নি।

প'ড়ে বল ঃ

১। ঘোড়া আর হরিণে কেন তুমুল ঝগড়া বাধল?
২। ঘোড়া একজন লোককে যেতে দেখে তাকে কি বলল? লোকটি ঘোড়াকে কি বলল?
৩। ঘোড়া লোকটার শর্ত মেনে নিল কি? লোকটি তখন কি করল?
৪। ঘোড়া এখন লোকটিকে পিঠ থেকে নামতে বললে লোকটি কি করল? সে ঘোড়াকে কি বলল?
৫। দুজনের মধ্যে ঝগড়ায় তৃতীয় জনের সাহায্য নিলে কি বিপদ হতে পারে?





মিটমাট

ছোট একটা খাল। সেটা পার হবার জন্যে তার উপর একটা বাঁশের সাঁকো রয়েছে। সাঁকোটা এমনি সরু যে, একজন ভিন্ন তার উপর দিয়ে দুজন চলতে পারে না।

খাল পার হবার জন্যে একদিন দু'টি ছাগল দু'দিক থেকে সাঁকোয় উঠেছে। মাঝামাঝি এসে দেখে ভারী বিপদ। এগোবার উপায় নেই। এতখানি পথ পিছু হেঁটে যাওয়াও যায় না। তখন দু'জনেই দু'জনকে দোষ দিতে লাগল।

একজন বললে, "আমি যখন সাঁকোয় উঠেছি, তুমি তখন উঠলে কেন?"

অন্যজন উত্তর দিলে, "বাঃ, বেশ তো কথা তোমার! আমিই তো আগে সাঁকোয় চড়লাম। তোমারই বরং অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

কথায় কথায় দু'জনে তুমুল ঝগড়া বাধল। শেষে মারামারি হবার উপক্রম।

এমন সময় একজন বললে, "ভাই, নিজেদের মধ্যে ঝড়গা করে লাভ নেই। তাতে কারুরই কোন সুবিধে হবে না, বরং দু'জনেই জলে পড়ে মরব।"

দ্বিতীয় ছাগল বললে, "সে কথা সত্যি। কিন্তু এখন উপায় কি?"

প্রথম ছাগলটা তখন বললে, "আমি নীচু হয়ে শুয়ে পড়ি, তুমি আমার উপর দিয়ে আস্তে আস্তে পার হয়ে যাও।" এই বলে সে সাঁকোর উপর শুয়ে পড়ল।

তখন দ্বিতীয় ছাগলের পক্ষেও আর কোন বাধা রইল না। দ্বিতীয় ছাগল স্বচ্ছন্দে তাকে ডিঙিয়ে গেল।

এইভাবে বিনা যুদ্ধে অক্ষত শরীরে দু'জনে সাঁকো পার হয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

নিজের গোঁ বজায় রাখতে গেলে দু'জনেই মরত।

প'ড়ে বল ঃ

১। খালের ওপর কিসের সাঁকো ছিল? ঐ সাঁকো দিয়ে একই সময়ে কজন পার হতে পারত?

২। সাঁকোর ওপর দুটো ছাগলের ঝগড়া বাধল কেন? তারা কি বলে ঝগড়া করতে লাগল?

৩। দুজনের মারামারি হওয়ার উপক্রম হলে একটা ছাগল কি বলল? দ্বিতীয় ছাগল তা মেনে নিল কি? প্রথম ছাগল তখন কি বলল?

৪। শেষ পর্যন্ত দুজনে বিনা ঝগড়ায় কিভাবে সাঁকো পার হ'ল?





ছোটর অভিমান

সারা দুপুর মাঠে মাঠে ঘুরে একটি ষাঁড় বাড়ি ফিরছে। পেটটা তার ভরতি, তাই একমনে সে বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে চলেছে। সেই সময় একটা ডাঁশ এসে তার শিঙের উপর বসল। ষাঁড়টা প্রথমে তো কিছুই বুঝতে পারেনি। যেমন ভাবতে ভাবতে চলছিল তেমনই চলতে লাগল।

খানিকদূর যাওয়ার পর যখন দেখল ষাঁড়টা কিছু বলছে না, তখন ডাঁশটা নিজে থেকেই বললে, "আমি উড়তে উড়তে হাঁপিয়ে পড়েছি। কাছে বসবার জায়গা না পেয়ে তোমার সুন্দর শিংটা দেখে বসে পড়েছি। আগে থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমা করো। আমার শরীরের ভারে পাছে তোমার কষ্ট হয় তাই বলছি। যদি খুব ভারী বোধ হয় বলো, আমি শিং ছেড়ে উড়ে যাব।"

ষাঁড় হাসতে হাসতে বললে, "তুমি এতই ছোট আর এতই হালকা যে, কখন আমার শিঙে বসেছ, আমি বুঝতেই পারিনি। তুমি না বললে, আমি জানতেই পারতাম না।"

প'ড়ে বল ঃ

১। ষাঁড়টা কোথায় যাচ্ছিল? সে কি কথা ভাবছিল? সে ডাঁশের কথা জানতে পারেনি কেন?

২। ডাঁশ তখন ষাঁড়কে ডেকে কি বলল? তার এসব বলার কারণ কি?

৩। ষাঁড় ডাঁশের কথায় হাসল কেন? সে ডাঁশকে কি বলল?





বলা সহজ করা কঠিন

সভায় সব ইঁদুর এসে জড়ো হয়েছে। দলের সর্দার একটি ছোট বক্তৃতায় এই সভার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলে।

সেটা হচ্ছে এই—বিড়ালের উৎপাতে তারা নিশ্চিন্তে বাস করতে পারছে না। কোথায় যে সে লুকিয়ে থাকে, তার কোন হদিস নেই। সুযোগ-মত বেরোয়, আর তাদের উপর পড়ে। এমনি করে বিড়ালের হাতে রোজ দু'টো-চারটে করে মরলে ইঁদুরের বংশই লোপ পাবে। এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। এই সভাতেই ঠিক করতে হবে, কি করে ইঁদুরের চিরশত্রু বিড়ালের হাত থেকে ইঁদুরজাতি রক্ষা পায়।

সর্দারের বক্তৃতার পর সকলের মতামত নেওয়া হলো। অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করলে, কিন্তু কোনোটাই সকলের মনের মত হলো না।

এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। শেষে একটা মোটা-সোটা গোছের ইঁদুর উঠে বলল, "আমি একটি চমৎকার মতলব এঁটেছি। বিড়ালের গলায়

আমরা একটি ঘণ্টা বাঁধব। বিড়াল যখনই যেখানে যাবে, আমরা তার ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাব। অমনি সবাই সাবধান হয়ে পড়ব। তা হলে সে আমাদের মারতে পারবে না।"

এই মতলব যেই না শোনা, অমনি চারদিকে মহা-আনন্দের ধ্বনি পড়ে গেল। উল্লাসে সবাই নাচতে আরম্ভ করল।

একটা প্রবীণ ইঁদুর চুপ করে বসে ছিল। সে উঠে গম্ভীর ভাবে বলল, "আমি সমস্ত কথাই শুনেছি। যুক্তিটি যে খুবই চমৎকার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?"

এ কথা তো আগে কেউ ভাবেনি। এই কথা শুনে সবার মুখ শুকিয়ে গেল।

এমন সময় খবর এল, বিড়াল ফিরে এসেছে। সভা ভেঙে গেল।

প'ড়ে বল ঃ

১। ইঁদুরদের সভায় ইঁদুরদের সর্দার সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি বলল?
২। শেষ পর্যন্ত একটা মোটা ইঁদুর কি কৌশল বাতলালো?
৩। ঐ কৌশলের কথা শুনে ইঁদুরেরা কি করতে লাগল?
৪। প্রবীণ ইঁদুরটি গম্ভীর হয়ে বসেছিল কেন? সে কি বলল?
৫। প্রবীণ ইঁদুরের কথা শুনে ইঁদুরদের মুখ শুকিয়ে গেল কেন?
৬। তাদের সভা ভেঙে গেল কেন?





ছদ্মবেশ

একদিন এক গাধা বনে চরতে চরতে একটা সিংহের চামড়া দেখতে পেল। দেখে সে মনে মনে বললে, "আমি যদি এই চামড়া গায়ে জড়াই, তা হলে জীবজন্তুরা নিশ্চয়ই আমাকে সিংহ মনে করে ভয় পাবে আর খাতির করবে।" এই ভেবে সে সেই চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে নিলে।

সিংহের চামড়া গায়ে পরে গাধা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অন্য জন্তুরা তাকে সিংহ মনে করে তার কাছে আসতে সাহস পায় না। সবাই ভয়ে ভয়ে দূর থেকে পালায়। গাধার ভারী আনন্দ। যারা এতকাল তাকে অবজ্ঞা করে এসেছে, তারাও আজ তাকে কত ভয় করে!

একদিন এক খেঁকশিয়াল হঠাৎ তার সামনে এসে পড়েছিল। যেই তাকে দেখতে পেল, অমনি সে কি দৌড়! এই দেখে গাধার ভারী মজা লাগল। আনন্দ আর তার ধরে না। সে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করল।

খেঁকশিয়াল ভয়ে পালাচ্ছিল, পেছন ফিরে তাকাল। সিংহের মুখে গাধার ডাক শুনে সে প্রথমে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। তারপর বুঝতে পারল যে, ওটা আসলে একটা গাধা মাত্র, সিংহ নয়। মনে মনে সে বললে, "দাঁড়াও, তোমায় মজা দেখাচ্ছি। খুব ফাঁকিটা দিয়েছ।"

এই বলে খেঁকশিয়াল তার বন্ধু বাঘকে ডেকে সমস্ত কথা জানাল। তারপর গাধার যে দশা হলো, সে তো বুঝতেই পারছ! সিংহের চামড়া পরেই বেচারা প্রাণ হারাল।

প'ড়ে বল ঃ

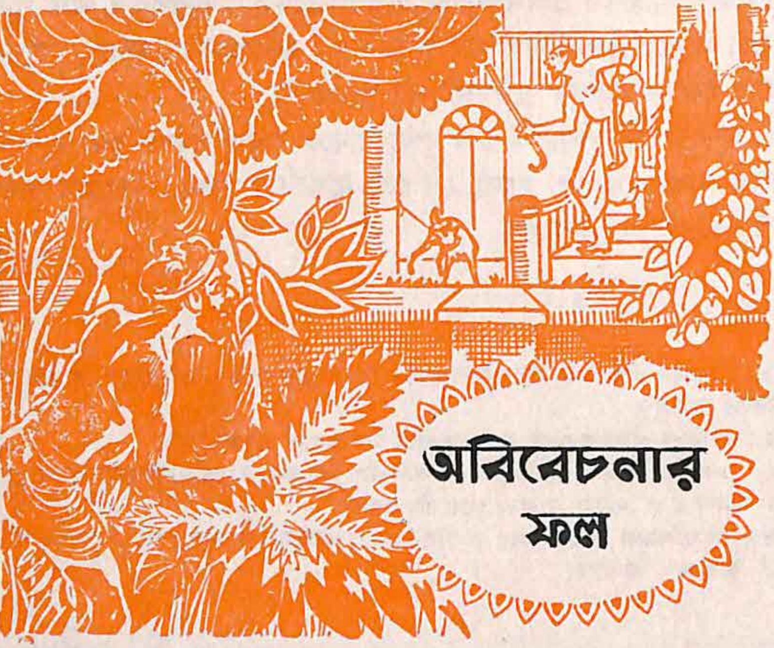
১। একদিন এক গাধা বনে চরতে চরতে কি দেখতে পেল? ওটা দেখে সে মনে মনে কি মতলব আঁটল?

২। তারপর গাধাকে দেখে বনের জন্তুরা ভয় করতে লাগল কেন?

৩। গাধাকে দেখে একদিন এক খেঁকশিয়াল কি করল? খেঁকশিয়ালের কাণ্ড দেখে গাধার আনন্দ হ'ল কেন? আনন্দে গাধা কি করল?

৪। খেঁকশিয়াল পেছন ফিরে তাকাল কেন? ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খেঁকশিয়াল কি করল? তার ফল কি হল?





অবিবেচনার ফল

এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে একটা কুকুর ছিল। কুকুরটা ছিল খুব বিশ্বাসী। সে সব সময়ই তার প্রভুর বাড়ি পাহারা দিত। তাই বাড়িতে কখনও চোর আসতে সাহস পেত না।

একদিন রাত্রে একটা চোর সেই ধনীর বাড়িতে চুপি চুপি ঢুকল। কুকুরটা তাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ চীৎকার শুরু করে দিল। চোরটা তখন ভয়ে বাড়ির বাইরে একটা বড় গাছের পেছনে গা-ঢাকা দিয়ে রইল।

গৃহস্থ কুকুরের চীৎকারে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে লণ্ঠন হাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। তখন তিনি আবার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে সেই চোর গাছের পিছন থেকে আবার বেরিয়ে এল।

কুকুরটা তাকে দেখে প্রভুকে জাগাবার জন্যে আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল। চোর সাবধান হয়ে আবার গাছের পেছনে গিয়ে লুকালো।

গৃহস্থ বাইরে এসে এবারও কাউকে দেখতে পেলেন না। দু'-দু'বার ঘুম ভাঙায় তাঁর এতই রাগ হলো যে, তিনি কুকুরের মাথায় মারলেন এক লাঠি।

কুকুর মার খেয়ে মনে মনে হাসল,—উপকার করার প্রতিফল এই! বেশ, আর চেঁচাব না।

পরের দিন সকালে উঠে গৃহস্থ দেখলেন, তাঁর সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপ করতে লাগলেন।

প'ড়ে বল :

১। ধনী গৃহস্থের কুকুরটা কেমন ছিল? তাতে ধনী গৃহস্থের কি উপকার হ'ত?

২। একদিন কুকুরটা ভীষণ চীৎকার করতে লাগল কেন? গৃহস্থ কুকুরের চীৎকার শুনে কি করলেন? আবার কুকুরটা চীৎকার করতে লাগল কেন? গৃহস্থ বাইরে এসে কাউকে দেখতে পেলেন না কেন? তিনি তখন কি করলেন?

৩। কুকুরটা হাসল কেন? সে কি ঠিক করল?

৪। তার ফল কি হল?





গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা। রোদ খুবই প্রখর হয়ে উঠেছে। সেই সময় একটা হরিণ বনের ধারে চরে বেড়াচ্ছিল। এই চড়া রোদে ঘুরে ঘুরে তার ভয়ানক পিপাসা পেলো। কাছাকাছি একটা পুকুর পেয়ে সে তাতে জল খাওয়ার জন্য নেমে পড়ল। নীচের দিকে চেয়ে সে যখন জল পান করছিল, তখন হঠাৎ জলে তার নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠল!

কী সুন্দর রং তার শরীরের! তার শিং-জোড়া কী চমৎকার! তাতে আবার শাখা-প্রশাখা দেখতে আরও কত সুন্দর! এমন সুন্দর শিং আর কোন প্রাণীর নেই। সে এর জন্যে মনের মধ্যে বেশ গর্ব অনুভব করলে।

কিন্তু পায়ের দিকে চোখ পড়তেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে মনে মনে বললে, "এমন সুন্দর শরীর যার, তার এমন পা শোভা পায় না।

পা-গুলো শরীরের তুলনায় কী সরু! দেখতে ভারী কুৎসিত লাগছে। ছি ছি কী লজ্জা!"

এই চিন্তা করতে করতে হরিণ জল খেতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে তার পেছন দিক থেকে কি একটা শব্দ সে শুনতে পেল। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেলো—একদল শিকারী কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে, তাদের পেছনে আছে একজন শিকারী।

যেই না এদের দেখা, সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে বনের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কিন্তু বেশিদূর তাকে এগোতে হলো না। বনের মধ্যে এত লতাপাতা যে, তাতে তার শিং জড়িয়ে গেল।

দেখতে দেখতে শিকারী কুকুরগুলো এসে পড়ল তার ঘাড়ের উপর।

হরিণ তখন দুঃখ করে মনে মনে বলতে লাগল, "আমি কী বোকা! যে পা-গুলোর আমি নিন্দে করেছিলাম তারাই আমাকে এতদূরে বয়ে নিয়ে এল। কিন্তু যে শিঙের এত সুখ্যাতি করলাম, তারই জন্যে মরলাম!"

প'ড়ে বল ঃ

১। হরিণ জলে তার নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠল কেন?

২। শরীরের কোন্ অংশের ছায়া দেখে হরিণের গর্ব বোধ হ'ল? শরীরের কোন্ অংশ দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল? ঐ অংশের জন্যে সে লজ্জাবোধ করল কেন?

৩। শিকারী কুকুর ও শিকারীকে দেখে হরিণ কি করল? সে দৌড়তে গিয়ে বেশিদূর এগোতে পারল না কেন? শিকারী কুকুরগুলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সে নিজের কি ভুল বুঝতে পারল?

৪। হরিণ নিজেকে বোকা মনে করল কেন?





যার কাজ সেই করে

এক পাখি খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে। বাসায় রেখে গেছে বাচ্চাদের। বাসাটা ছিল ধানক্ষেতের মাঝখানে। ধান সবে পেকে গেছে। কাটার সময় হয়েছে, কিন্তু ক্ষেতের মালিক এখনও কাটতে আসেনি। সেদিন পাখির বেরোনোর পরেই বাচ্চাগুলো দেখলে, ক্ষেতের ধারে দু'জন লোক এসে কি যেন বলাবলি করছে! তখন তারা কান পেতে তাদের কথা শোনবার চেষ্টা করলে। শুনতে পেলো একজন আর একজনকে বলছে, ''এবার ধান কাটতে হবে। বেশ পাক ধরেছে।''

অন্যজন উত্তর দিলে, ''হ্যাঁ, আজ সব লোককে খবর দিয়ে এস। কাল থেকেই ধান কাটা শুরু করা যাবে।''

এই কথা বলে তারা দু'জনে চলে গেল।

বাচ্চাগুলোর মা ফিরে আসতে তারা বললে, "মা, আমাদের তো আর এখানে থাকা চলবে না।"

দু'টো লোক এসে কিছুক্ষণ আগে যে যুক্তি করে গেল,—তারা তাদের মাকে সে-সব কথা জানাল।

পাখি তাদের কথা শুনে চুপ করে রইল, আর কিছু বলল না।

পাখি যেমন রোজ বেরিয়ে যায়, পরদিন সকালে তেমনি সে বেরিয়ে গেল্। তার পরেই দেখা গেল সেই দু'জন লোক সেখানে এসে হাজির, কিন্তু তাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। এমন কি, শস্যকাটার জন্যও তাদের হাতে কিছুই নেই, কাটবে কি দিয়ে?

বাচ্চাগুলো শুনতে পেলো, একজন আর একজনকে বলছে, "কেউ এল না তো! তবে বরং এক কাজ কর। ওরা যদি না আসে তো পাড়ার লোকদের খবর দাও। ওদের দিয়ে কাটানো যাবে।"

পাখি ফিরে এলে বাচ্চাগুলো বললে, "মা, সেই দু'জন লোক আজও এসেছিল। সঙ্গে আর কেউ আসেনি। তারা বলেছে—কাল পাড়ার লোকদের আনিয়ে তাদের দিয়ে ধান কাটাবে!"

একথা শুনেও তাদের মা কোন জবাব দিলে না। তার পরের দিন সকালে রোজকার মত আবার বেরিয়ে গেল। ঠিক তারই কিছুক্ষণ পরে সেই লোক দু'জন আবার সেখানে এল।

আর কেউ আসেনি দেখে তারা বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, "না, কারুর উপর নির্ভর করা চলবে না। আজ বেলা হয়ে গেল, কাল আমরা নিজেরাই ধান কাটতে শুরু করব।"

বাচ্চাগুলোর মা যথাসময়ে ফিরে এল। তারা আজকের কথা সমস্তই তাকে জানাল।

এই কথা শুনে তাদের মা বললে, "এইবার আমাদের চলে যেতে হবে। ক্ষেতের মালিক এতদিন অন্যের উপর নির্ভর করেছিল। তাই ধান কাটা হবে না বলে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। পরের উপর ভরসা না করে এবার

ক্ষেতের মালিক নিজের হাতেই কাজ করতে চেয়েছে। এবার কাজ নিশ্চয় হবে। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে তাদের আসার আগেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।"

সময়মত তারা সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

প'ড়ে বল ঃ

১। পাখির বাচ্চাগুলো ধানক্ষেতে বেরিয়ে কাদের কথা শুনতে পেল? তারা কি বলাবলি করছিল?

২। মা ফিরে এলে পাখির বাচ্চাগুলো তাকে কি বলল? মা কি করল?

৩। মা ফিরে এলে সেদিন বাচ্চাগুলো তাকে কি বলল? মা কি করল?

৪। মা ফিরে এলে সেদিন বাচ্চাগুলো তাকে কি বলল? মা তখন কি বলল? কেন সে এই কথা বলল? তখন তারা ধানের ক্ষেত ছেড়ে চলে গেল কেন?





অতি চালাকির সাজা

এক দোকানদারের একটি গাধা ছিল। একদিন সে গঞ্জ থেকে দু'বস্তা নুন কিনে গাধার পিঠের দু'দিকে চাপিয়ে ফিরছে। পথে ছিল একটা ছোট নদী। এই নদী পায়ে হেঁটে পার হয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়।

নদী পার হবার সময় গাধাটির পা গেল পিছলে। ভারী বোঝার চাপে তাল সামলাতে না পেরে সে কাত হয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

জল থেকে উঠে ডাঙায় এসে গাধাটি দেখতে পেল, জলের মধ্যে অনেক নুন গলে যাওয়ায় তার বোঝা বেশ হালকা হয়েছে। সে ভাবল, দিব্যি মজা তো! জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার তো লাভই হয়েছে। তাহলে এইভাবে সে এখন থেকে তার পিঠের বোঝা হালকা করে নেবে। দোকানদার ভারী ভারী বোঝা চাপিয়ে তার পিঠ ভেঙে দেয়। এরকম চালাকি না করলে তার চলবে না।

দোকানদারের অনেক নুন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই সে পরদিনই আবার গাধাটিকে গিয়ে গঞ্জে গেল নুন আনতে। এবার গাধা নুন নিয়ে ফেরার সময় ইচ্ছে করেই পড়ে গেল জলের মধ্যে। এবারও অনেক নুন গলে যাওয়ায় বোঝা বেশ হালকা হয়ে গেল। গাধাটি এজন্যে মনে মনে খুব খুশী হ'ল।

কিন্তু দোকানদার গাধার শয়তানি ধরে ফেলল। সে মনে মনে বলল, "গাধা হয়ে তোর এত চালাকি! তোর চেয়েও বেশী চালাক আমি। দাঁড়া, কালই তোকে জব্দ করছি।"

পরদিন দোকানদার গঞ্জ থেকে দু'বস্তা তুলো কিনে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল। গাধা ফেরার পথে এবারও তার কৌশল খাটাতে ভুলল না। সে পড়ে যাওয়ার ভান করে নদীর জলের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে উঠল।

কিন্তু এ কী! হালকা তুলোগুলো জলে ভিজে যে দশগুণ ভারী হয়েছে! অনেক বেশী ভার বইতে হবে এবার তাকে। চালাকি করতে গিয়ে বোকা বনে গেল গাধা। লোকে বলে, অতি চালাকের নাকে দড়ি। সেই দশাই হলো তার।

প'ড়ে বল :

১। দোকানদার গাধার পিঠে কি চাপিয়ে গঞ্জ থেকে ফিরছিল? নদী পার হওয়ার সময়ে কি ঘটল?

২। জল থেকে উঠে গাধা কি দেখল? তখন সে কি ভাবল?

৩। পরদিন দোকানদার গঞ্জ থেকে গাধার পিঠে ক'রে কি আনছিল? গাধা কি করল? তাতে গাধাটা খুশি হ'ল কেন?

৪। দোকানদার গাধার চালাকি ধরে ফেলে কি করল? গাধা আবার নদীতে পড়ে গেলে কি হ'ল? গাধা এবার বোকা ব'নে গেল কেন? তার দুষ্টুমির কি সাজা হ'ল?





এক ছিল চাষী। সে সারাজীবন খেটে খুটে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতো। তার তিন ছেলে। ছেলেদের সে আদর-যত্নে মানুষ করেছিল। আশা ছিল, ছেলেরা বড় হ'লে তারই মতো খাটবে, তারই মতো চাষ-আবাদ করে সুখে থাকবে।

ছেলেরা বড় হ'ল। সবাই কুঁড়ের ধাড়ি, কেউ খাটতে চায় না। বুড়ো চাষী নিজে খেটে মরে, সংসার চালায়। বুড়োর কিন্তু ভারী ভাবনা হ'ল। সে যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন না হয় মরতে মরতে খেটে চাষ করল, সংসার চালাল। কিন্তু মরলে ছেলেদের হবে কি, তারা খাবে কি, পরবে কি, থাকবে কোথায়?

হঠাৎ বুড়ো অসুখে পড়ল। বুঝল, আর সে বাঁচবে না। তাই ছেলেদের কাছে ডাকল। চুপি চুপি বললে, "বাছারা, তোদের কোনও ভাবনা নেই।

তোদের জন্যে আমি কয়েক কলসী টাকা ঐ জমিতে পুঁতে রেখেছি। আমি মরলে তা তোরা খুঁড়ে তুলে নিস্।"

দু-একদিনের মধ্যে বুড়ো চাষী মারা গেল। তখন তার ছেলেরা তার কথামতো গুপ্তধনের সন্ধানে মাটি খুঁড়তে লাগল। সারা জমি খুঁড়ে ফেলল, কিন্তু কোথায় টাকার কলসী? তবে বাবা কি মিছে কথা বলে গেল?

ছেলেদের ভারি দুঃখ হ'ল। এতো পরিশ্রম ক'রে তাদের কোনও লাভ হ'ল না।

গুপ্তধন বার করবার জন্যে জমিটা তারা খুব ভালো ক'রেই খুঁড়েছিল। এখন তারা কি আর করে, সেই জমিতে কিছু বীজ ফেলে দিল। দেখতে দেখতে সারা জমি সবুজ হয়ে উঠল।

সে বছর খুব ভালো ফসল হ'ল। ফসল বেচে তারা অনেক টাকা পেল।

ছেলেরা বুঝল, বাবা গুপ্তধন বলতে কি বলেছিল।

এখন থেকে তারা খুবই পরিশ্রমী হয়ে উঠল। তাদের অভাব রইল না।

প'ড়ে বল ঃ

১। চাষী কিভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাত? তার ছেলেরা কি রকম ছিল? বুড়োর কি ভাবনা হ'ল?

২। বুড়ো অসুখে পড়ে যখন বুঝল, আর বাঁচবে না, তখন সে কি করল? সে চুপিচুপি ছেলেদের কি বলল?

৩। বুড়ো মরার পর ছেলেরা কি করল? জমি খুঁড়ে তারা কি টাকার কলসী পেল?

৪। ছেলেরা তখন কি করল? তাতে তাদের কি লাভ হ'ল? তখন তারা বাবার কথার অর্থ বুঝতে পারল কি? গুপ্তধন বলতে বাবা কি বুঝিয়েছিল?

৫। এখন ছেলেদের আর অভাব রইল না কেন?



মোরগ ও শিয়াল



একদিন এক মোরগ গাছের আগডালে বসে মনের আনন্দে ডাকছিল—কোঁকর্‌-কোঁ।

গাছের তলা দিয়ে একটা শেয়াল যাচ্ছিল। মোরগটার ওপর তার অনেকদিনের লোভ। কিন্তু ওকে কিছুতেই সে নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না। তাই সে একটা ফন্দি করলে। সে গাছতলায় দাঁড়িয়ে মোরগকে ডেকে বললে, "মোরগ-ভাই, মোরগ-ভাই! সুখবর শুনেছ?"

মোরগ গাছের উপর থেকেই জিজ্ঞেস করলে, "কি সুখবর গো?"

শেয়াল বললে, "পশুপাখী সকলে শপথ নিয়েছে, এখন আর কেউ কাউকে হিংসা করবে না। সকলে মিলেমিশে থাকবে, একসঙ্গে খেলাধুলো করবে।"

মোরগ বললে, "ভারী সুখবর তো! কিন্তু কেমন ক'রে এমনটা হ'ল বলুন তো?"

শেয়াল বললে, "পশুপাখীরা একটা সভা ডেকেছিল। পশুপাখীরা পরস্পরকে খায়, সকলে সকলকে ভয় করে, এ তো ভালো কথা নয়। তাই সকলে আমরা ঠিক করেছি, কেউ কাউকে আমরা হত্যা করব না, খাব না। নেকড়ে আর ছাগল খাবে না, বিড়াল আর ইঁদুর খাবে না, সাপ আর ব্যাঙ মারবে না। এখন আমরা সকলে নিরাপদ। এখন আমরা সকলে শান্তিতে থাকব। এমন আনন্দের দিনে তোমার কি ভয়ে গাছের ওপর বসে থাকা উচিত?"

শেয়ালের মতলব বুঝেছিল মোরগ। সে কিছু বলল না, ঘাড় উঁচু করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। শেয়াল জিজ্ঞাসা করলে, "কি দেখছ অমন ক'রে?"

মোরগ বলছে, "দেখছি, একদল কুকুর এদিকে ছুটে আসছে। ওরাও বোধহয় আনন্দ করতে বেরিয়েছে।"

শেয়াল বললে, "ও, তবে আমি এখন যাই।"

—"না, না। যাবেন কেন? আপনিই তো বললেন, এখন পশুপাখীরা হিংসা ছেড়েছে। আমরা সবাই নিরাপদ। তবে ভয় কি?"

কাছেই কুকুরের ডাক শোনা যেতে লাগল। শেয়াল ভয় পেয়ে পালাতে পালাতে বলল, "ওরা হয়তো এখনও খবরটা পায়নি।"

কুকুরের দল এসে পড়ল। শেয়াল বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মোরগ গাছের ডালে বসে বসে হাসতে লাগল। যাদের বুদ্ধি আছে, ধূর্তের ছলে তারা ভোলে না।

প'ড়ে বল :

১। গাছের আগডালে বসে মোরগ কি করছিল?

২। গাছের তলা দিয়ে কে যাচ্ছিল? সে মোরগকে ডেকে কি বলল? কেন বলল?

৩। শেয়াল তাকে সুখবরের কথা কি বলল?

৪। মোরগ কি শেয়ালের কথা বিশ্বাস করেছিল? সে ঘাড় উঁচু ক'রে এদিক-ওদিক তাকাল কেন?

৫। শেয়াল তাকে কি জিজ্ঞাসা করল? মোরগ কি বলল? শেয়াল তখন পালাতে চাইল কেন? মোরগ তাকে কি বলল? শেয়াল কাছেই কুকুরের ডাক শুনে কি ব'লে পালাল?

৬। মোরগ গাছের ডালে বসে হাসতে লাগল কেন?



গরীবের শান্তি

এক মুচি ছিল, ভারী গরীব। সারাদিন সে কাজ করতো। তাই দিয়ে যা পেতো, তাতেই সংসার চলতো, একটি পয়সাও তার জমতো না। সে কাজ করতো, আর মনের সুখে গান গাইতো।

কাছেই থাকতেন এক বড়লোক। মুচির প্রাণখোলা গান শুনে তাঁর হিংসে হতো। তাই কেমন ক'রে মুচির গান থামানো যায়, তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। শেষে অনেক ভেবে একটা উপায় বার করলেন।

একদিন বড়লোক মুচিকে গিয়ে বললেন, "তুই সারাদিন খেটে মরিস, তাতে কিই বা পাস্। তোর কষ্ট দেখে আমারও কষ্ট হয়। তোকে আমি কিছু টাকা দিচ্ছি, তুই রাখ।"

এই বলে তিনি মুচিকে এক থলি টাকা দিলেন।

মুচি তো অবাক! এতো টাকা! সত্যি যে এতো টাকা তাকে কেউ

দিতে পারে, তা সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কিন্তু বড়লোক সত্যি সত্যি তাকে টাকার থলি দিয়ে চলে গেলেন।

টাকা পাওয়ার পর প্রথমেই মুচির ভাবনা হ'ল, এতো টাকা সে কোথা রাখবে? কি করবে সে এতো টাকা দিয়ে?

সারাক্ষণ উঠতে বসতে তার ঐ একই চিন্তা।

এর পর তার মনে ভয় হ'ল, যদি চোর এসে টাকাগুলি নিয়ে যায়? টাকা চুরি হওয়ার ভয়ে সে অস্থির হয়ে পড়ল? রাত্রিতে তার ঘুম হ'ল না। টাকার কথা ভেবে ভেবে তার কাজকর্মও বন্ধ হ'ল। সেই সঙ্গে বন্ধ হ'ল তার প্রাণখোলা গান।

মুচির মনের শান্তি একেবারে গেল। কেবলই দুশ্চিন্তা, ভয় আর উদ্বেগ।

শেষে মুচি টাকার থলি নিয়ে বড়লোকের বাড়িতে গেল। বড়লোককে বললে, "এই নিন্ আপনার টাকার থলি। আপ[illegible] টাকার থলির চেয়ে গান আমার অনেক ভালো।"

মুচি বাড়ি ফিরে তার কাজে বসল। আবার সে প্রাণ খুলে গান গাইতে শুরু করল—এন্তার গান—

মুচির মনে শান্তি ফিরে এল।

প'ড়ে বল :

১। মুচি কেন মনের সুখে ছিল? একদিন এক বড়লোক তাকে গিয়ে কি বললেন?

২। মুচি অবাক হ'ল কেন? এখন মুচির কি চিন্তা হ'ল? তার কি ভয় হ'ল? টাকা চুরি যাওয়ার ভয়ে তার কি অবস্থা হ'ল?

৩। শেষে মুচি কি করল? বড়লোককে সে কি বলল?

৪। মুচির মনে শান্তি ফিরে এল কিভাবে?




কথামালার
গল্প